প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ম্যানুয়াল
(Producer Organization Manual)

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Hortex

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার অব ডিএই (DAE), কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ম্যানুয়াল
(Producer Organization Manual)

রচনায়

মোঃ বজলুর রহমান

সাপ্লাই চেইন ইন্টিগ্রেশন এন্ড মার্কেটিং এক্সপার্ট

মোফারেহুস সাত্তার

মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট

মোঃ কুদরত-ই-গনী

ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট

মোঃ আতিকুর রহমান

পোষ্টহারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট

মিটুল কুমার সাহা

সহকারী মহাব্যবস্থাপক (মার্কেটিং)

সম্পাদনায়

মোঃ মনজুরুল হান্নান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জুন, ২০২১

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার অব ডিএই (DAE), কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ম্যানুয়াল
(Producer Organization Manual)

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ২০২১
2nd Published : June, 2021
মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০ কপি
Printed Copy : 1000 Copies

প্রকাশনায় ঃ
হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (হর্টেক্স ফাউন্ডেশন)
সেচ ভবন (৪র্থ তলা), ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৮৯১৫, ৪৮১১৮৯২৩, ৯১০১০৬৫
ই-মেইল: hortex@hortex.org , ওয়েবসাইট : https://hortex.portal.gov.bd,
ই-কমার্স সাইট : https://hortexbazarbd.com

Published by:
Horticulture Export Development Foundation (Hortex Foundation)
Sech Bhaban (3rd Floor), 22 Manik Mia Avenue, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh

সহযোগিতায় :
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

Assistance From:
National Agricultural Technology Program-Phase II Project (NATP-2)
Department of Agricultural Extension, Khamarbari, Farmgate, Dhaka-1215

অর্থায়নে (Funded By) : বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও IFAD
Suggested Citation: Rahman, M.B., Sattar, M., Ghani, M.Q.E., Rahman, M.A., Saha, M.K.2021. Producer Organization Manual, Horticulture Export Development Foundation (Hortex Foundation), Ministry of Agriculture, Dhaka-1207, P.50

মুদ্রণে ঃ

College Gate Binding and Printing
1/7, College Gate, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : collegegatepress2018@gmail.com

মুখবন্ধ (Preface)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এনএটিপি-২ প্রকল্পে কৃষিপণ্যের লাভজনক বাজারজাতকরণ তথা "ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমে" কাজ করছে। সিআইজি তথা ক্ষুদ্র কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও লাভজনক করার জন্য এনএটিপি-২ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ৩০টি উপজেলায় ভ্যালু চেইন ক্লাষ্টারে গঠিত সিআইজিগুলোর সদস্য সমন্বয়ে ৩০টি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনে ৪০০ - ৬০০ সিআইজি কৃষক সদস্য রয়েছেন। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) বাজার চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে কৃষিপণ্যের লাভজনক ও স্থায়িত্বশীল বাজার ব্যবস্থা গড়তে অন্যান্যদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনএটিপি-২ এর অর্থায়নে পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) এবং বাজার সংশ্লিষ্ট "এক্টরদের" কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) এবং ৩০টি কালেকশন পয়েন্ট (সিপি) স্থাপন করে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মান বজায় বা বৃদ্ধি করে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সরাসরি যুক্ত আছে। সিসিএমসি ও সিপি-র সফলতা নির্ভর করে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এবং বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং দক্ষতার উপর। পিও-এমএমসি এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এ ম্যানুয়ালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণন সংশ্লিষ্ট "এক্টরগণ", সম্প্রসারণ কর্মী এবং সিআইজি কৃষকগণ উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মোঃ মনজুরুল হান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও), নেতৃত্ব ও বাজারজাতকরণ	০৫
প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী নমুনা	১০
প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা	১৪
প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	১৭
পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) ট্রেড লাইসেন্স	১৯
পিও-এমএমসি উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন	২০
প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) এর ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা	২১
পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির হিসাবরক্ষণ	২২
বাজার সংযোগ উন্নয়ন কৌশল	২৪
বাজারজাতকরণ চ্যানেল	২৭
দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণ	২৮
কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৯
কালেকশন পয়েন্ট (সিপি) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩১
ম্যাট ব্যবহারের নিয়মাচার	৩৩
ক্রেটস্ ব্যবহারের নিয়মাচার	৩৫
রিক্সা ভ্যান ব্যবহারের নিয়মাচার	৩৬
মিনি ট্রাক পরিচালনার নিয়মাচার	৩৮
কৃষি ব্যবসা শক্তিশালীকরণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) ম্যাচিং গ্রান্ট ধারণা	৪০
এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (AIF-3) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির নমুনা	৪৩

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, নেতৃত্ব ও বাজারজাতকরণ
(Producer Organization, Leadership & Marketing)

ভূমিকা (Introduction)

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) হলো গ্রামীণ এলাকায় উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকদের কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপগুলোর (সিআইজি) সমন্বয়ে গঠিত একটি কৃষি উন্নয়নমুখী বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। কৃষিই বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। কৃষি কাজের মাধ্যমে বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র কৃষকগণ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম একটি কৌশল হলো ক্ষুদ্র কৃষকদের বাণিজ্যিক কৃষি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ দেশের কৃষি উৎপাদনের বেশির ভাগ কাজ ক্ষুদ্র কৃষকগণ করে। কিন্তু স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী একজন ক্ষুদ্র কৃষকের ফসল উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বাজারে সরবরাহ করার ক্ষমতা ও জ্ঞান অপ্রতুল। এ ছাড়াও তাদের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন -

- সঠিক বাজার তথ্য না জানা এবং তথ্য অনুযায়ী ফসল উৎপাদন না করা।
- পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন না করায় উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া।
- পুঁজির অভাব।
- ফসল সংগ্রহ হতে বাজারজাতকরণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার না করা।
- কৃষি উপকরণ ক্রয় ও ব্যবহারে দক্ষতার অভাব।
- দূর্বল বাজার সংযোগ।

টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা, বাজারজাতকরণ শক্তিশালীকরণ এবং আয় বৃদ্ধির কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করার ক্ষমতা (Empowerment) অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের সংগঠিত করে সিআইজি গঠন করা এবং পরবর্তীতে সিআইজি কৃষকদের প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনে সদস্যপদ গ্রহন করা প্রয়োজন। ঐক্যের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে ক্ষুদ্র কৃষকগণের কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ড অধিকতর লাভজনক করা সম্ভব।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর কারিগরি সহায়তায় ৩০টি উপজেলায় ভ্যালু চেইন ক্লাষ্টারে গঠিত সিআইজিগুলোর সদস্য সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় ১টি করে মোট ৩০টি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনে ৪০০ - ৬০০ কৃষক সদস্য রয়েছে। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের প্রধান কাজ হলো ক্ষুদ্র কৃষকদের লাভজনক ও স্থায়িত্বশীল বাজার সংযোগ উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের নিয়ন্ত্রণাধীণ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত মাসিক সভা করা ছাড়াও কৃষিপণ্যের বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, কৃষিপণ্যের লাভজনক বাজারজাতকরণ, বাজার চাহিদা মোতাবেক বাণিজ্যিক কৃষি পরিকল্পনা তৈরি, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে স্থায়ী বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে - যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। এক সময় প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলো নিজস্ব আর্থিক, ভৌত ও সামাজিক মূলধন গঠন করে কৃষি ক্ষেত্রে একটি টেকসই গ্রামীণ উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত হবে।

শক্তিশালী প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এর নেতা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে টেকসই কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের আইকন হিসেবে কাজ করবে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হবে, যা শুধুমাএ কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন এবং কৃষকদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনে নন-সিআইজি কৃষকদের জন্যও সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

উদ্দেশ্য (Objective) ঃ

- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও লাভজনক করা।
- কৃষকদের বাজার তথ্য আদান-প্রদান কার্যক্রমকে বেগবান করা।
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কাজগুলো সমন্বয় করা।
- কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে সহায়তা করা।
- কলেকশন পয়েন্ট স্থাপন ও পরিচালনা করা।
- সঞ্চয় তহবিল গড়ে তোলা এবং মান-সম্পন্ন ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- চাহিদা ভিত্তিক এবং দক্ষ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা পাওয়ার জন্য সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর সাথে কাজের সম্পর্ক তৈরি করা।
- ভাল মানের কৃষি উপকরণ (বীজ, চারা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ক্রয় এবং ক্রয়ের খরচ হ্রাসে সহায়তা করা।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রয়ে ব্যবসায়িদের সাথে কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাতে তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে তা বিক্রি করতে পারে।

যে কারণে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ভেঙ্গে যায় (Reasons for Failure of the PO) :

প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (CIG)/স্বাবলম্বী গ্রুপ (Self-help Group)/সমবায় সমিতি নামে সংগঠন গড়ে উঠে। নানাবিধ কারণে লক্ষ্য অর্জনের পূর্বেই আবার অনেক গ্রুপ/সংগঠন ভেঙ্গেও যায়। সংগঠন ভাঙ্গার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে -

- অদক্ষ ও অসৎ নেতৃত্ব।
- আর্থিক অব্যবস্থাপনা।
- সদস্যদের মধ্যে আস্থার অভাব।
- অকার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি।
- স্বচ্ছতার ও জবাবদিহিতার অভাব।
- আধিপত্য ও নেতৃত্বে কোন্দল।
- নিয়মিত সভা না হওয়া।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন শক্তিশালী করার উপায় (Means for Strengthening Producer Organization) ঃ

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন হলো -

- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যোগ্য নেতা সনাক্ত করে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা।
- নিয়মিত মাসিক সভা, মত বিনিময়, লাভজনক কৃষি কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, বিভাগ ও প্রাইভেট কোম্পানির সাথে সেবা আদান প্রদানের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা।
- আর্থিক মূলধন গঠনের জন্য পিও সদস্যদের সঞ্চয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সংগঠনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায় (What is the meaning of Leadership)?

কোন সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আগ্রহের সাথে স্বপ্রনোদিত হয়ে বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনের সদস্যদের সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক ব্যক্তির উদ্যোগকে নেতৃত্ব বলা হয়। নেতৃত্বহীন সংগঠনে সর্বদাই সিদ্ধান্তহীনতা বিরাজ করে। ভাল নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নেতার প্রয়োজন।

যোগ্য নেতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of a Competent Leader) ঃ

- আত্মবিশ্বাসী, কর্মোৎসাহী ও পরিশ্রমী।
- সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম।
- বিরুপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যহীন না হয়ে ধীরস্থিরভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম।
- কাজের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
- পরিবর্তন গ্রহণে আগ্রহী এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম।
- দলগতভাবে কাজে অভ্যস্থ এবং দলের মধ্যে আস্থাশীল।

ভাল নেতা কি কি করবেন (Good Leader Behaves) ঃ

- নিজে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করবেন।
- সিআইজি কৃষকদের অর্থাৎ সহকর্মীদের ভাল কাজের প্রশংসা করবেন।
- লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবেন।
- নম্রভাবে যে কোন সমালোচনা সহ্য করবেন।
- অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।
- আচার আচরণে বিনয়ী হবেন।
- কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- ভুল স্বীকারে কখনো ইতস্তত করবেন না।

ভাল নেতা কি কি করবেন না (Good Leader Does Not Behaves) ঃ

- অযথা বিতর্ক পরিহার করবেন।
- সাধারণ সদস্যদের অপছন্দনীয় কাজে বিরত থাকবেন।
- সদস্যদের সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করবেন না।
- স্বজনপ্রীতি ও নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে বিরত থাকবেন।
- দাম্ভিকতা বা হামবড়া মনোভাব পরিহার করবেন।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠনের প্রক্রিয়া (Process for the Formation of Producer Organization) ঃ

ক) নির্ধারিত সংখ্যক সিআইজির সকল সদস্য পিও-র সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকবেন। প্রতিটি পিও-র একটি সাধারণ পর্ষদ থাকবে। প্রতি উপজেলায় মোট ২০টি সিআইজি-র প্রত্যেক কার্যকরী কমিটি থেকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিয়ে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ বা জেনারেল বডি গঠন করা হবে।

খ) সাধারণ পর্ষদ বা জেনারেল বডির সদস্যগণ গণতান্ত্রিক পন্থায় ২৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রতিটি সিআইজি'র কমপক্ষে একজন সদস্যের যে কোন ধরনের সদস্য পদ থাকলে সংশ্লিষ্ট সিআইজিগুলোর সদস্যদের বাণিজ্যিকভাবে কৃষি উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর

ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ কাজের তথ্য আদান প্রদান এবং প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গ) প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন সভায় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ পেশ করবেন এবং বাজার চাহিদা সম্পর্কে পিও কে অবহিত করবে। সিআইজি কৃষকদের উচ্চ মূল্যের ফল, সবজি ও সুগন্ধি ধানের গুণগত মানসম্পন্ন উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সিসিএমসি পরিচালনা করবে।

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে (Composition of the Market Management Committee) ঃ

- সভাপতি ১
- সহ-সভাপতি ২
- সাধারণ সম্পাদক ১
- যুগ্ম সম্পাদক ২
- কোষাধ্যক্ষ ১
- সদস্য ২২

৬০ সদস্যের প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠনের পর ২৯ সদস্য বিশিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের পর সেটির একটি কার্যবিবরণী তৈরি করে উপজেলা কৃষি অফিস এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে পাঠাতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ২ (দুই) বছর হবে। সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুসারে এবং প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন অনুসারে প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর নতুন কমিটি গঠন ও পরিবর্তন করা যাবে।

কোন কারণে বছরের যে কোন সময় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি অকার্যকর হলে সে ক্ষেত্রে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সাধারণ পর্ষদ এর সদস্যগণ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা-র সাথে আলাপ করে পুনরায় কমিটি গঠন করা যাবে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কাজ (Functions of Producer Organization) ঃ

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ শক্তিশালী ও লাভজনক করার জন্য কাজ করবে। প্রধান প্রধান দায়িত্বসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- বাজার তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক কৃষিপণ্যের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- উন্নত মানের কৃষি উপকরণ ক্রয়ে সিআইজি কৃষকের সহায়তা করা।
- লাগসই কৃষি প্রযুক্তি প্রাপ্তি ও গ্রহণে সিআইজি কৃষকদের সহায়তা করা।
- সরকারে গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্পে সিআইজি/পিও সদস্যগণ সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করা।
- চুক্তিবদ্ধ হয়ে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ি, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিপণ্য রপ্তানিকারকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।
- প্রতিটি সিসিএমসিকে উত্তম প্যাক হাউজে রূপান্তর করে কৃষিপণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করা এবং পাইকারি ক্রেতা আকর্ষণ করা।
- সিআইজি/পিও-এমএমসি এর নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং তা কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিনিয়োগ করা।

- সিআইজি এবং পিও-এমএমসি এর মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করা।
- এমএমসি পরিচালনায় ভূমিকা রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- অন্যদিকে, সঞ্চয় তহবিলের পক্ষে আর্থিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে কৃষিতে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক কৃষি খামার সম্প্রসারণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য নিরসনে মূল্য সংযোজিত কৃষিপণ্য তৈরিতে প্রাইভেট কোম্পানির সাথে যৌথভাবে কাজ শুরু করা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- নির্বাচিত ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা;
- প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন, বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা। সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট কোম্পানি এবং পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক কৃষি কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও টেকসই করা।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সভা (Producer Organization Meeting) ঃ

সভা হলো একটি সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজ। সভাতে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যের উপস্থিতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি সকলের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানও বিশেষভাবে প্রয়োজন। কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি হিসেবে কাজ করবে।

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী নিম্নরূপ (Rules for Meeting of Market Management Committee) ঃ

- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতি মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার জন্য কমিটির সদস্যগণ স্থায়ীভাবে নির্ধারিত একটি তারিখ ও সময় অনুসরণ করতে পারেন। তারিখ ও সময় নির্ধারিত হওয়ার পর পরবর্তীতে মাসিক সভা সংক্রান্ত কোন নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন হবে না।
- উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে/সমর্থনে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে (তবে যে কোন সভায় কমপক্ষে ১৫-১৬ জনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন)।
- প্রয়োজনে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সম্মতিতে জরুরি/বিশেষ সভার আয়োজন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদেরকে অন্তত তিন দিন পূর্বে যথাযথভাবে জানাতে হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষিকে লাভজনক করার জন্য মাসিক সভায় বাজার চাহিদা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সিসিএমসি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, সঞ্চয় তহবিল গঠন এবং কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ, বাজার তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি মাসিক সভায় আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কার্যক্রম লাভজনক করার জন্য এনএটিপি-২ এর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অঙ্গের এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ অফেরতযোগ্য ম্যাচিং গ্রান্ট সর্বোচ্চ ৫.৮১ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার জন্য উপ-প্রকল্প তৈরি ও জমা দেয়ার বিষয়ে আলাপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, বাজার চাহিদা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের উপর ব্যবসা পরিকল্পনা মাসিক সভায় আলোচনা করতে হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক একটি রেজিষ্টারে সভার উপস্থিতি ও কার্যবিবরণী লিখে রাখবেন।
- প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভার শুরুতে পাঠ করে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও)-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার কার্যবিবরণী (নমুনা)

(Proceedings of the PO-MMC Monthly Meeting) (Dummy)

উপজেলা ঃ ...., জেলা ঃ ....

তারিখ : ....

সময় : .... ঘটিকা

স্থান : কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি), ... বাজার

অদ্য .... মোতাবেক রোজ ....বার ....ঘটিকায় .... উপজেলার উচ্চমূল্য ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য গঠিত প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির (এমএমসি) .... তম মাসিক সভা .... বাজার কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে (সিসিএমসি) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাব .... । এমএমসি-র মাসিক সভার কার্যবিবরণী রেজিষ্টারে উপস্থিত সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর নেয়া হয়। সভার শুরুতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব .... সভাপতির অনুমতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এমএমসি এর সদস্য জনাব .... ও .... বেগম। এর পর সর্বসম্মতিক্রমে কিছু সংশোধণী সাপেক্ষে উক্ত কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। অত:পর অদ্যকার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভাপতি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানান ।

বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১।	কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) কর্মকান্ডে সংক্রিয় অংশগ্রহণ	সাধারণ সম্পাদক জনাব.................................... সিসিএমসি কে একটি ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সজ্জিত ও বাজার তথ্য সমৃদ্ধ উন্নত কেন্দ্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কৃষি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম লাভজনক করার জন্য তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে নিম্নে বর্ণিত কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহনের বিনীত অনুরোধ জানান ঃ - সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাদের বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত সবজি/ফল/সুগন্ধি ধান সিসিএমসিতে এনে উন্নত ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা, মূল্য সংযোজন এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা; - সবজি/ফল/সুগন্ধি ধান এসব পণ্যের মান, পরিমাণ, বাজার চাহিদা/সরবরাহ ও বাজার দাম বিবেচনা করে	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সিসিএমসি ভিত্তিক কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণে আলোচ্য কৌশলগত কার্যক্রম নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত ফল, সবজি সিসিএমসি'তে	সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক

		বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা; - পুষ্ট, চিটা নাই ও ধুলাবালি মুক্ত শুকনা (১৪% আর্দ্রতা) ঝরঝরে সুগন্ধি ধান সিসিএমসি তে সরবরাহ করতে হবে। - সিসিএমসি তে কৃষিপণ্য নিয়ে আসা কৃষকগণ সবাই মিলে মূল্য ঠিক করে দর কষা-কষি করে কৃষিপণ্য বিক্রি করে তুলনামূলকভাবে অধিক মুনাফা অর্জন করা।	সরবরাহ করবেন এবং সিআইজি, নন-সিআইজি কৃষকদের সিসিএমসি ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন।	
		- বাজার তথ্য অনুযায়ী যেমন চাহিদা/সরবরাহের অবস্থা, দাম, ইত্যাদি বিবেচনা করে কৃষিপণ্য ক্ষেত থেকে সংগ্রহ ও সিসিএমসি তে সরবরাহ করতে হবে। - দর কষা-কষি করে কৃষি পণ্যের বিক্রির দাম নির্ধারণ হলে ডিজিটাল মাপনি যন্ত্রে ওজন করে যত কেজি হবে তার মূল্য ক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। পরিশেষে উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে নিজ নিজ সিআইজি এর অন্যান্য সদস্য কৃষকদের সিসিএমসি তে কৃষিপণ্য আনা, ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার ও ঐক্য বজায় রেখে কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য অনুপ্রানিত করার আহবান জানান।		
২।	বাজার চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন	সভাপতি, জনাব .... বিগত বছরগুলোতে শীতকালীন টমেটো উৎপাদন ও বিক্রি কেমন লাভজনক ছিল তা নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত করেন। তিনি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে বাজার চাহিদা মোতাবেক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শীতকালীন টমেটো, করলা, বেগুন উৎপাদন পরিকল্পনার উপর আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। এ ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ...., মোঃ ...., ও মোঃ ....। অংশগ্রহনমূলক আলাপ আলোচনার প্রধান সারসংক্ষেপ হলো সবাই একই সময় একই ফসল যেমন টমেটো/করলা/বেগুন ইত্যাদি চাষ করলে বাজার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হলে সবজির দাম কমে যায়। ফলে মুনাফা কম হয়, অনেক সময় নীট মুনাফা হয় না । আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে আগামী শীত মৌসুমের জন্য নিম্নে উল্লেখিত সংখ্যক কৃষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল টমেটো, করলা, বেগুন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। ক. আগাম মৌসুমে ৬০ জন কৃষক খ. ভরা মৌসুমে ২৪০ জন কৃষক গ. বিলম্বিত মৌসুমে ১০০ জন কৃষক	২০১৯-২০২০ সালের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল টমেটো, করলা, বেগুন উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি নুমোদিত। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ সিআইজি কৃষকদের সাথে আলাপ করে মৌসুম ভিত্তিক কৃষকের তালিকা তৈরি করে সভাপতির নিকট জমা দিবেন।	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৩।	সঞ্চয় তহবিল গঠন এবং কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ	জনাব ...., কোষাধ্যক্ষ জানান যে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ উচ্চমূল্যের ফল ও সবজি উৎপাদনের জন্য শর্তসাপেক্ষে বাজারে অবস্থিত আড়ৎদারদের থেকে ঋণ নেয়। শর্তটি হলো ঋণ গ্রহনকারী কৃষক তার উৎপাদিত মোট ফল, সবজি ঋণ প্রদানকারী আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রি করবে। এ জন্য আড়ৎদার ভাল কমিশন পায়। এই ধরণের বিক্রয় পদ্ধতিতে কৃষকদের দর কষা-কষি করার সুযোগ থাকে না। এ ছাড়া, আড়ৎদারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহনকারী কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফল, সবজি উন্নত বাজারজাতকরণ চ্যানেলে বিক্রি করার সুযোগ পায় না। সুতরাং প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সদস্য কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বাজারমুখী ও লাভজনক করার জন্য পিও - এমএমসি একাউন্টে সঞ্চয় তহবিল গঠন করে একটি কার্যকর আর্থিক সেবা প্রদানের মডেল সৃষ্টি করা প্রয়োজন।	পিও- এমএমসির সকল সদস্য সঞ্চয় তহবিল গঠনে অংশগ্রহন করবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রত্যেক সদস্য মাসে কমপক্ষে ১,০০০/ বা তার অধিক সঞ্চয় করবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার শেষে/শুরুতে কোষাধ্যক্ষ সদস্যদের নিকট থেকে সঞ্চয়ের টাকা আদায় করবেন। সঞ্চয়ের টাকা দেওয়ার সাথে সাথে সঞ্চয়কারী কৃষকের সঞ্চয় ও ঋণ পাশ বইতে কোষাধ্যক্ষ সঞ্চয় হিসেবে রেকর্ড করবেন।সঞ্চয়ের টাকা কোষাধ্যক্ষ তিন (৩) দিনের মধ্যে পিও - এমএমসি ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন।	কোষাধ্যক্ষ

অত:পর আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(-------------------------)
সভাপতি

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর ঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের (পিও) সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা

Savings Management of Producer Organization (PO)

ভূমিকা (Introduction) ঃ

উচ্চ মূল্য ফসলের ভ্যালু চেইন উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হলো সহজ শর্তে আর্থিক সেবার অভাব। বাজার চাহিদা ভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ লাভজনক ও টেকসই করার জন্য একটি পিও-র পক্ষে কার্যকর আর্থিক সেবা সৃষ্টি করার সুযোগ রয়েছে। আশা করা যায় যে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সঞ্চয় তহবিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভজনক বাজারজাতকরণ ব্যবসা উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রকৃত পক্ষে সঞ্চয় নির্ভর করে সদস্যদের ইচ্ছা বা মনোভাবের উপর।

সঞ্চয়ের সুবিধাসমূহ (Advantage of Savings) ঃ

- পিও-র আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন ও সহজ শর্তে আর্থিক সেবা প্রদানের সুযোগ হয়।
- পিও সদস্যদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়।
- কৃষি উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো যায়।
- কৃষিপণ্য দেশ বিদেশে বাজারজাত করে লাভবান হওয়া যায়।
- সংগঠনের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- সদস্যদের অংশগ্রহনের ফলে আর্থিক সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে উঠে।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীতা, সঞ্চয় আদায় ও ব্যবহারের নিয়মাবলী (Necessities of Savings, Rules of Savings Collection & Uses):

১। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সদস্য কৃষকদের সবজি, ফল ও সুগন্ধি চাল ব্যাপক উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি-র (এমএমসি) সঞ্চয় তহবিল গঠন করতে হবে। পিও-এমএমসি এর ব্যাংক একাউন্টে ছয় (৬) লক্ষ টাকা সঞ্চয় হলে উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম শক্তিশালী ও লাভজনক করার উপর উপ-প্রকল্প জমা দিয়ে প্রতিযোগীতামূলক পরিবেশে এনএটিপি-২ এর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অঙ্গ থেকে এআইএফ-৩ (AIF-3) ম্যাচিং গ্রান্ট ৫.৮১ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

২। পিও-এমএমসি ব্যাংক একাউন্টে সঞ্চয় তহবিল গঠনের জন্য পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্য সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা সঞ্চয় করবে। সঞ্চয়ের টাকার পরিমাণ সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে যেমন - কোন কোন সদস্যের সামর্থ্য কম, মাসে টাকা ১,০০০/- সঞ্চয় করবে। কোন কোন সদস্যের সামর্থ্য বেশি মাসে টাকা ১০,০০০/- বা টাকা ২০,০০০/- সঞ্চয় করবে। সঞ্চিত টাকার পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ পাবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা শেষে সদস্যগণ কোষাধ্যক্ষের নিকট সঞ্চয়ের টাকা জমা দিবেন। সঞ্চয়ের টাকা কোষাধ্যক্ষ ৩ (তিন) দিনের মধ্যে পিও-এমএমসি ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন।

৩। মাসিক সঞ্চয়ের টাকা পিও-র বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত পাস বইতে লিপিবদ্ধ করার পর সঞ্চয়কৃত টাকার পরিমাণ সঠিকভাবে লিখিত আছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট সদস্য দেখে নিবেন।

৪। পাস বই প্রতি মাসে একবার কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যাচাই করে নিবেন।

৫। এই পাস বই কোনভাবেই হস্তান্তর যোগ্য নহে।

৬। সঞ্চয় জমা দেয়ার সময় অবশ্যই এই পাস বই সঙ্গে আনতে হবে।

৭। সঞ্চয় তহবিল দ্রুত সমৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক পিও সদস্য মাসিক সঞ্চয় নিজ নিজ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন এবং সঞ্চয়কারীর পাস বইতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

৮। পিও -বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের মাসিক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের সভার দিনে সঞ্চয় প্রদান করতে হবে। অন্যথায় ৫ (পাঁচ) টাকা জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য করতে হবে।

পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচির জন্য ব্যবহৃত পাস বইয়ের নমুনা ঃ

সদস্য/সদস্যদের সত্যায়িত ছবি

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়ন

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এর

সঞ্চয় কর্মসূচীর পাস বই

বহি নং-

PO-বাজার ব্যবস্থাপনা

কমিটি সদস্যের নামঃ ....

পিতার নামঃ ....

গ্রামঃ ....

ইউনিয়নঃ ....

ইস্যুর তারিখঃ ....

সহযোগিতায়ঃ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কৌশলগত অংশীদার

ব্যক্তিগত সঞ্চয় পাস বই

তারিখ	সঞ্চয়	মোট	উত্তোলন	পিও-এমএমসি কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর	মন্তব্য

সদস্যদের মধ্যে লাভ/মুনাফা বিতরণ পদ্ধতি ঃ

পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সঞ্চয়ের অর্থ কৃষি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে মুনাফা বন্টন হবে। তা না হলে দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মুনাফা বন্টনে নিম্নের মূল নীতি অনুসরন করতে হবে ঃ

- সদস্যদের সঞ্চয়ে টাকার পরিমাণ।
- সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ।
- কৃষি ব্যবসা বাস্তবায়নে অবদান ও কত সময় বা শ্রম দিয়েছেন।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

(Workplan Preparation & Execution by the Producer Organization)

কর্ম পরিকল্পনা কি (What is a Workplan)?

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন কৃষকদের একটি কৃষি উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠান। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজার ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন কাজ করবে। এ সব কাজ একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অর্গানাইজেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, তাকে কর্ম পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। যে কর্ম পরিকল্পনা যত বেশি সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তব সম্মত ও সময় মেনে চলে, তাকে তত ভালো কর্ম পরিকল্পনা বলা হয়।

কর্ম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Importance of a Workplan) ঃ

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে সহায়তা করে।
- উচ্চ মূল্যের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মকান্ডে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন সদস্যদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করে।
- সঠিক বিনিয়োগে সহায়তা করে।
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে খরচ কমায় ও সময় বাঁচায়।
- সময়মত ও সঠিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ কমায়।

কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে করণীয় (Required aspects for the preparation of a Workplan) ঃ

- উচ্চ-মূল্য কৃষিপণ্যের (ফল, সবজি, সুগন্ধি চাল) বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ করা।
- প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের আর্থিক অবস্থা ও সামর্থ্য (মানব সম্পদ, সদস্যদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা) বিবেচনা করা।
- ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যালোচনা।
- বাজার তথ্য বিবেচনা করে বাজার চাহিদা মোতাবেক কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা।
- সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে বৈঠক করে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা।
- খসড়া কর্মপরিকল্পনা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা।
- অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা।

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় (Execution of a Workplan) ঃ

- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা।
- অগ্রগতির তদারকির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা।
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার নমুনা
(Annual Workplan Dummy)

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের নাম ঃ

ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ঃ

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বছর ঃ ২০১৯-২০২০

ক্র:নং	কর্মকান্ড	লক্ষমাত্রা	ব্যয়	আয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
১.	উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন					
	ক. সবজি					
	খ. কলা					
	গ. সুগন্ধি চাল					
২.	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ					
	২.১ সিসিএমসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ					
	২.২ কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ					
৩.	সঞ্চয় কার্যক্রম					
৪.	সিসিএমসি সেবা ফি আদায়					
৫.	রিক্সা ভ্যান পরিচালনা					
৬.	সামাজিক কার্যক্রম					
	ক.					
	খ.					
	গ.					
৭.	বিবিধ					

পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি-র ট্রেড লাইসেন্স

(Trade License of PO-Market Management Committee)

ট্রেড লাইসেন্স এর প্রয়োজনীয়তা ঃ

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উচ্চ-মূল্য ফসলের কৃষি ব্যবসা অর্থাৎ বাজার চাহিদা মোতাবেক ফসল উৎপাদন ও বিপণন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন।

প্রচলিত আইন মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিলে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন কতিপয় সুবিধা ভোগ করতে পারে। যেমন -

- ট্রেড লাইসেন্সধারী প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন হবে বৈধ স্বতন্ত্র আইনগত স্বত্বাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে।
- প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কোন ধরনের সম্পদ অর্জন, হস্তান্তর করার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার অধিকার থাকবে।
- সংগঠন পরিচালনায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও উপযুক্ত হিসাব সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা থাকবে।
- দেশে বিদেশে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।
- বাজার চাহিদা মোতাবেক কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য যে কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা/প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, লভ্যাংশ, অনুদান, ইত্যাদি পেতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

পিও-এমএমসি উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রচলিত আইন মোতাবেক উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন নিলে পিও-এমএমসি কতিপয় সুবিধা ভোগের অধিকারী হতে পারে। যেমন -

- রেজিস্ট্রেশনকৃত সমিতি হবে স্বতন্ত্র আইনগত সত্তাবিশিষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকবে।
- পিও-এমএমসি এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য যে কোন ধরণের সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর করার এবং চুক্তি করার বৈধ অধিকার থাকবে।
- যে কোন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি বিশেষ, প্রাইভেট কোম্পানি থেকে আর্থিক সহায়তা যেমন এআইএফ-৩ ম্যাচিং অনুদান, ঋণ, লভ্যাংশ, ইত্যাদি পাওয়ার যোগ্য হতে পারে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্রে পিও-এমএমসি সদস্যদের নির্বাচনী ও কর্ম এলাকা সারা উপজেলায় বিস্তৃত দেখালে উপজেলা সমবায় কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যাবে না। সিসিএমসি যে ইউনিয়নে অবস্থিত নিবন্ধনের নিয়ম অনুযায়ী সেই ইউনিয়নটি পিও-এমএমসি এর কমপক্ষে ২০ জন সদস্য কৃষকের নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা নিবন্ধনের আবেদন পত্রে লেখা যেতে পারে। অথবা পাশাপাশি দু'টি ইউনিয়ন পিও-এমএমসি সদস্য (সভ্য) নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা হিসেবে দেখাতে হবে।

সমবায় সমিতি নিবন্ধন সনদ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়

সমবায় সমিতি নিবন্ধন সনদপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদপত্র

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা

(Bank Account Opening and Transaction Procedures by PO-MMC)

ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট) খোলা ঃ

- ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কার্যবিবরণী করতে হবে, যেটিতে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকতে হবে ঃ
  - কোন ব্যাংক এবং কোন শাখায় হিসাব খোলা হবে।
  - কোন ধরনের হিসাব (চলতি, সঞ্চয় বা স্থায়ী আমানত হিসাব) খোলা হবে।
  - ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে (সাধারণত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ) তাদের নাম ও পদবী এবং তারা কত টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবে তাও উল্লেখ থাকতে হবে।

ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতি ঃ

- ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন পত্র সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। ব্যাংকে একাউন্ট আছে এমন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কলামে স্বাক্ষর দিয়ে নতুন হিসাবধারীকে পরিচিত করাবেন।
- ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সনদপত্র লাগবে।
- যারা একাউন্ট পরিচালনা করবেন তাদের পাসপোর্ট সাইজের ছবি লাগবে।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

- ব্যাংকে যাদের নামে হিসাব খোলা হবে তাদের ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত কার্ড ব্যাংক সংরক্ষণ করবে এবং অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করে ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেবে।
- ব্যাংক হিসাব খোলার পর ব্যাংক হিসাব জমার বই ও চেক বই ইস্যু করবে। চেক বই ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ চেকে সই করবেন।
- ব্যাংক ব্যালেন্স জানার জন্য মাসে অন্তত একবার ব্যাংক থেকে ব্যাংক বিবরণী আনতে হবে।
- ব্যাংক বিবরণী ও সংগঠনের খতিয়ানের সাথে হিসাব প্রতি মাসে অন্তত একবার মিলিয়ে দেখতে হবে এবং কোন গরমিল হলে ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

ব্যাংক চেক লিখন পদ্ধতি ঃ

- প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের নামে হিসাব খোলার পর ব্যাংক হতে চেক বই ইস্যু করা হয়।
- ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলনের জন্য বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রদান করতে হলে চেক ইস্যু করতে হয়।
- চেকে ব্যাংকের নাম, শাখা, তারিখ যে বাহককে প্রদান করা হবে তার নাম, টাকার পরিমাণ (অংকে ও কথায়) লিখতে হবে এবং ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (সভাপতি/সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ) সিলসহ স্বাক্ষর চেকের নীচে থাকতে হবে।

পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবরক্ষণ

(Maintaining Accounts of PO-Market Management Committee)

হিসাবরক্ষণ ঃ

যে কোন প্রতিষ্ঠানের বা সংগঠনের আর্থিক লেনদেনগুলো সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করাই হলো হিসাবরক্ষণ। যথাযথভাবে হিসাবরক্ষণ ছাড়া স্বচ্ছতার সাথে সংগঠন পরিচালনা সম্ভব নয়। এ ছাড়া, সংগঠনের হিসাবরক্ষণ যথাযথ না হলে সঠিক আর্থিক চিত্রও পাওয়া সম্ভব হবে না।

হিসাবরক্ষণের গুরুত্ব ঃ

হিসাবরক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ ঃ

- সম্পদ ও দায় এবং আয় ও ব্যয়ের সঠিক হিসাব নির্ণয় করা যায়।
- খাত ওয়ারি খরচের হিসাব নির্ণয় করা সম্ভব হয়।
- সঠিক ভাবে হিসাবরক্ষণের ফলে সদস্যদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকে না।
- নগদ টাকা ও ব্যাংকে জমাকৃত টাকার সাথে ক্যাশবই ও ব্যাংক বইয়ের হিসাবে কোন গরমিল থাকে না।
- সদস্যদের নিকট থেকে যে পরিমাণ সঞ্চয় ও সেবা ফি আদায় করা হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়।

হিসাবরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বই ঃ

- ক্যাশ বই
- খতিয়ান

ক্যাশ বই ঃ

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দৈনন্দিন যে নগদ টাকা লেনদেন হয় তা ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়। সংগঠনের নগদ লেনদেন খাতওয়ারী ক্যাশ বইতে লেখা হয়। ক্যাশ বই থেকে প্রতিদিন লেনদেন শেষে কত টাকা স্থিতি থাকে তা সহজেই জানা যায়। নগদ টাকা পাওয়া গেলে তা জমার ঘরে এবং কোন টাকা নগদ খরচ করলে তা খরচের ঘরে লিখতে হয়। প্রতিদিন লেনদেন শেষে ক্যাশ বইতে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং ক্যাশিয়ারের সিল ও স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন।

ক্যাশ বইয়ের নমুনা

জমা			খরচ		
তারিখ	বিবরণ	টাকা	তারিখ	বিবরণ	টাকা
০৫/১১/২০	ব্যবসায়ী ও কৃষকদের নিকট হতে সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে সেবা ফি প্রাপ্তি	২৫০/-	০৫/১১/২০	এমএমসি মিটিং এ আপ্যায়ন খরচ	১০০/-
০৭/১১/২০	উপ প্রকল্পের আওতায় কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ থেকে আয়	১৮০০/-	০৭/১১/২০	ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ বাবদ খরচ	১৫০/-
	রিক্সা ভ্যান ভাড়া				
	ক্রেটস্ ভাড়া				
	পিকআপ ভাড়া				

খতিয়ান ঃ

অতিরিক্ত নগদ টাকা হাতে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দৈনন্দিন খরচের টাকা হাতে রেখে বাদ-বাকি টাকা ব্যাংকে জমা রাখা উচিত। এ ছাড়াও, সংগঠনের চেকের মাধ্যমে টাকা আদান প্রদান হয়ে থাকে। নগদ টাকা ছাড়া যেসব লেনদেন চেকের মাধ্যমে বা ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে তা খতিয়ানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। চেকের মাধ্যমে টাকা পাওয়া গেলে তা জমার ঘরে এবং চেকের মাধ্যমে টাকা প্রদান করলে তা খরচের ঘরে লিখতে হয়।

খতিয়ান (নমুনা)

হিসাবের নাম ঃ..

তারিখ	বিবরণ	ডেবিট খরচ	ক্রেডিট জমা	ব্যালেন্স/স্থিতি

বাজার সংযোগ উন্নয়ন কৌশল

(Strategy for the Improvement of Market Linkages)

বাজার সংযোগ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সিআইজি কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল অধিক লাভে বিক্রির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় বিক্রেতা যেমন পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা সিআইজি কৃষকগণ যোগাযোগ, সভা ও অন্যান্য প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে তার কৃষিপণ্য ক্রয়ের জন্য ক্রেতাকে উৎসাহিত করবে। যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষক ও ব্যবসায়ি একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারে যা প্রাথমিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বাজার সংযোগ স্থাপনের প্রধান কারণ সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- কৃষক ও ব্যবসায়িদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা যার ফলে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ জোরদার ও লাভবান হবে।
- চাহিদামতো কৃষিপণ্য সরবরাহ করা।
- সমঝোতার ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধের কৌশল গ্রহণ করা।
- ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কৃষক ও ব্যবসায়ি পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সম্মান বজায় রেখে টেকসই কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন করা।
- বাজার তথ্যের আদান প্রদান করা যা বাজারমুখী বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।

বাজার সংযোগ স্থাপনের কয়েকটি কৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. ভাল ব্যবসায়ি শনাক্ত এবং বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ঠিক করা (Trader Selection and Determine Marketing Program)

- প্রথম পর্যায়ে স্থানীয় বাজারগুলোর সম্ভাব্য ব্যবসায়ি শনাক্ত করা।
- পরবর্তীতে সময় সুযোগমত সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও অন্যান্য বিভাগীয় বাজারে সম্ভাব্য পাইকারী ব্যবসায়ি, কৃষি উদ্যোক্তা শনাক্ত করা।

শনাক্তকৃত ব্যবসায়িদের প্রধান প্রধান তথ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের ছকে সংগ্রহ করতে হবেঃ

ব্যবসায়িদের বিবরণ				
ব্যবসায়ির নাম	ঃ			
যোগাযোগকারীর নাম	ঃ			
পদবী	ঃ			
ঠিকানা	ঃ	গ্রামঃ	ডাকঘরঃ	উপজেলাঃ
মোবাইল	ঃ			
ব্যবসায়ির কৃষি ব্যবসা কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ			
কৃষিপণ্যের চাহিদার বিবরণ	ঃ			
ব্যবসা করার পদ্ধতি	ঃ			

- সিআইজি কৃষকদের উৎপাদিত ফল ও সবজির নমুনা (Sample) শনাক্তকৃত ব্যবসায়ির নিকট পাঠাতে হবে। সিআইজি এর প্রতিনিধি কৃষক পণ্যের নমুনা ব্যবসায়িদের নিকট সরবরাহ করবে।
- নমুনা দেখে ফল, সবজি বা সুগন্ধি চাল পছন্দ হলে এবং লাভজনক দামে বিক্রির প্রস্তাব পেলে আলাপ আলোচনা করে বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ঠিক করতে হবে।
- বাজারজাতকরণ কর্মসূচির আওতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন কি মানের ও পরিমাণ কৃষিপণ্য, প্যাকেজিং, পরিবহন, মূল্য পরিশোধ, সরবরাহ সূচি, ইত্যাদি ঠিক করে কৃষিপণ্য সরবরাহ করা উচিত।
- বাজারজাতকরণ কর্মসূচি অনুযায়ী কৃষিপণ্য সরবরাহ করে বিশ্বাস অর্জন করা যায় ফলে বাজারজাতকরণ দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ব্যবসায়িদের মধ্যে সভা করা (Meeting between PO-MMC & Traders)

- বাজার সংযোগ স্থাপন ও শক্তিশালীকরণের জন্য পিও এর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি উদ্যোগী হয়ে শনাক্তকৃত স্থানীয় পাইকার, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি/সুপার ষ্টোর চেইন শপ/রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ ও সভার আয়োজন করবে।
- প্রাথমিকভাবে লোকাল বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর ও সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ সভা আয়োজন ও পরিচালনায় সহায়তা করতে পারেন।
- সভা অনানুষ্ঠানিক ও অংশগ্রহন মূলকভাবে অনুষ্ঠিত হলে সফল হবে।
- সভা ফলপ্রসু হওয়ার জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যের ফসল, সবজি মৌসুমে উৎপাদনের পরিকল্পনা, ফল, সবজির নমুনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ফলে উপস্থাপিত সবজি, ফল লাভজনক বাজারজাতকরণের ওপর আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার সুযোগ হবে ।
- উপস্থাপিত ফল, সবজি ব্যবসায়িদের পছন্দ হলে চাহিদার পরিমাণ, গুণাগুণ ও দাম, প্যাকেজিং, পরিবহন, মূল্য পরিশোধ, ইত্যাদি আলাপ-আলোচনা করে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে ।
- সভার শেষে উপস্থাপিত সবজি, ফল ক্ষেত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে আস্থা সৃষ্টি হবে।

৩. উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন করা (Organize Exposure Visits)

- বাজারজাতকরণ শক্তিশালী করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন করা যেতে পারে।
- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বলতে একদল ব্যবসায়িকে/একজন ভাল ব্যবসায়িকে নির্বাচিত উচ্চ-মূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়াকে বুঝায়।
- একইভাবে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের উচ্চ-মূল্যের বাজার, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি, সুপার ষ্টোর, চেইনশপগুলো পরিদর্শন করে একটি ব্যবসায়ি সম্পর্ক তৈরি করতে পারে।
- এ ভ্রমণ ব্যবসায়ি এবং কৃষকদের মধ্যে কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বাজার চাহিদা, মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে ধ্যান-ধারণার আদান প্রদান করার একটি ভাল সুযোগ করে দেয়।
- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ শুধু তখনি ব্যবস্থা করা যেতে পারে যখন কৃষকরা কৃষিপণ্য স্থানীয়ভাবে বিক্রি করে ভাল দাম পায় না কিন্তু উচ্চ-মূল্যের বাজারে বিক্রির ভাল সুযোগ আছে।
- ভ্রমণের কর্মসূচি গ্রহণ করার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে নির্বাচিত কৃষিপণ্য উচ্চ-মূল্যের বাজারে চাহিদা আছে এবং উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট আছে যে কৃষকগণ বাজারজাতকরণ খরচ মিটিয়ে লাভবান হবেন এবং চাহিদামত সরবরাহ করতে পারবে।

- ভ্রমণের স্থানটি/গ্রাম অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন এলাকা ঠিক করে শনাক্তকৃত ব্যবসায়ির সাথে আলোচনা করে ভ্রমণের গমন পথ, দিন, সময়কাল ও সময়সূচি নির্ধারণ করতে হবে। নিশ্চিত হওয়া যে দিন ও সময়কাল সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য।
- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের পরে পিও এর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ব্যবসায়ি/উদ্যোক্তা সুবিধাজনক স্থানে ও সময়ে আলাপ আলোচনা করে বাজারজাতকরণ কর্মসূচি ঠিক করতে পারে।
- ব্যবসায়িক সম্পর্ক হলে ব্যবসায়ি/কৃষকরা নিজেদের খরচে ভ্রমণ করবেন। ফলে কৃষির উৎপাদন মানসম্পন্ন, সম্প্রসারণ এবং লাভজনক হবে।

৪. বাজার তথ্যের ভিত্তিতে বাজারজাত করা (Marketing Based on Market Information)

বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ যেমন বাজার কিভাবে কাজ করে, বাজার চাহিদা, কোন পণ্য কার কাছে, কত দাম, কোথায়, কিভাবে বিক্রি করা হবে, ইত্যাদি জেনে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া উচিত।

কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো (General Consideration for Marketing of Agricultural Products)

- বাজার চাহিদামত উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য নির্বাচন করা, উৎপাদন ও গ্রুপভিত্তিক বাজারজাত করা।
- বাজারে ক্রেতা/ভোক্তার চাহিদা হলো পরিপক্ক, তাজা, কীটনাশকমুক্ত, দেখতে ভালো, রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত, ক্ষতিকারক রাসায়নিক মুক্ত (আকার, আকৃতি ও রংএর দিক থেকে একই মানের) ফল ও শাক-সবজি।
- বাজারের চাহিদা ও ক্রেতা/ভোক্তার পছন্দ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং ফসল সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম যেমন জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানিতে ধৌত করা, বাছাই ও গ্রেড করে ভাল মান ও নিম্ন মানের পণ্য আলাদা করে প্লাস্টিক/কার্টুন করে বাজারজাত করা ।
- এটি খুবই স্বীকৃত যে, পোকা ও রোগ আক্রান্ত, কাটা বা আঘাত প্রাপ্ত কৃষিপণ্যের বাজার মূল্য খুবই কম।
- ভালো দাম পাওয়ার জন্য কৃষিপণ্যের রং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. দলবদ্ধভাবে ফল ও সবজি পরিবহন করে শহরের বাজারে বিক্রি করা (Group Transportation for Selling to Town/City Markets)

* সিআইজি কৃষকগণ, পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দলবদ্ধভাবে ফল, সবজি পরিবহন করে জেলা বা বিভাগীয় শহরের পাইকারী বাজার, সুপার স্টোর চেইন শপ ও রপ্তানিকারকের কাছে বিক্রি করে অধিক লাভবান হতে পারবেন এজন্য নিম্নের কৌশল অনুসরণ করতে হবে ঃ

- শহরগুলোর বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ি/কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির নিকট বিক্রি করার বিষয়ে আগেই তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে কি কি পণ্য সরবরাহ করতে হবে, কত পরিমাণ, প্যাকেজিং, দাম, মূল্য পরিশোধ, ইত্যাদি বিষয়গুলো ঠিক করে নিতে হবে।
- দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণে অংশগ্রহনকারী সিআইজি প্রতিজন কৃষকের ফল ও সবজির প্যাকেটে নাম, ঠিকানা, পণ্যের নাম ও পরিমাণ লিখতে হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে দুই-তিন জন প্রতিনিধি শহরের বাজারে পরিবহন ও বিক্রির দায়িত্ব পালন করবেন।
- অংশগ্রহনকারী কৃষকের ফল ও সবজির পরিমাণ অনুসারে পরিবহন ও বিক্রয়কারীর মজুরি পরিশোধ করবেন।
- দলবদ্ধভাবে ফল ও সবজি পরিবহন ও বিক্রি করলে বাজারজাতকরণ খরচ হ্রাস পায় এবং শহরের বাজারে তুলনামূলকভাবে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

বাজারজাতকরণ চ্যানেল
(Marketing Channel)

বাজারজাতকরণ চ্যানেল হচ্ছে পারস্পরিক নির্ভরশীল কিছু ব্যক্তি বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানী যারা কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রেতা ও ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে।

বাজারজাতকরণ চ্যানেল কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। মূলত বাজারজাতকরণ চ্যানেলের মাধ্যমেই শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্রেতা ও ভোক্তাগণ তাদের প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য পেয়ে থাকেন।

বিদ্যমান প্রধান প্রধান বাজারজাতকরণ চ্যানেলগুলোর বহু স্তরে মধ্যস্বত্বভোগী বিদ্যমান, প্রত্যেকেই কৃষক এবং ভোক্তার মধ্যে কৃষিপণ্যের দামের একটি অংশ নিয়ে যায়। কৃষকগণ উচ্চ মূল্যের কৃষিপণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ভোক্তার মূল্যের শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ পায়। কৃষকগণ মাঠ থেকে অগ্রিম ফল ও সবজির বাগান বিক্রি করে শতকরা মাত্র ২০ থেকে ৩০ ভাগ দাম পেয়ে থাকে।

বিদ্যমান বাজারজাতকরণ চ্যানেলগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সবজির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান বাজারজাতকরণ চ্যানেল ঃ

- প্রধান চ্যানেল ঃ কৃষক → ফড়িয়া → বেপারী → কমিশন এজেন্ট → খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা। শতকরা ৯০ ভাগ সবজি এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভোক্তার নিকট পৌঁছায়।
- কৃষক → ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (সুপার স্টোর চেইন সপ কর্তৃক মনোনীত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) → সুপার স্টোর ডিসট্রিবিউশন সেন্টার → সুপার স্টোর খুচরা আউটলেট → ভোক্তা শতকরা ২ (দুই) ভাগ সবজি এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভোক্তার নিকট পৌঁছায়।

কলার ক্ষেত্রে প্রধান বাজারজাতকরণ চ্যানেল ঃ

- কৃষক → বেপারী (অগ্রিম বাগান ক্রয় করেন, কলা স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করেন) → কমিশন এজেন্ট-খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা।

সুগন্ধী চালের ক্ষেত্রে প্রধান বাজারজাতকরণ চ্যানেল ঃ

- কৃষক → মধ্যস্বত্বভোগী → রাইসমিলার → পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা → ভোক্তা।
- কৃষক → কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানীর সাথে চুক্তিভিত্তিক ফসল উৎপাদন এবং বিক্রি (ডিসট্রিবিউটর/খুচরা বিক্রেতা-ভোক্তা)। এই চ্যানেল এর আওতায় কৃষক চাষাবাদ খরচের একটি অংশের নগদ টাকা, ভাল বীজ ও প্রযুক্তি পায়। উৎপাদিত সুগন্ধী ধান বিক্রির অগ্রীম দাম ঘোষণা করা হয় এবং বিক্রির নিশ্চয়তা থাকে।

একটি কার্যকর বাজারজাতকরণ চ্যানেলের মাধ্যমে ফল, সবজি, সুগন্ধী চাল বিক্রি করলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ লাভজনক মূল্য পেতে সক্ষম হবে। এতে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমে যাবে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন ভিত্তিক দক্ষ বাজারজাতকরণ চ্যানেলের প্রকারভেদ ঃ

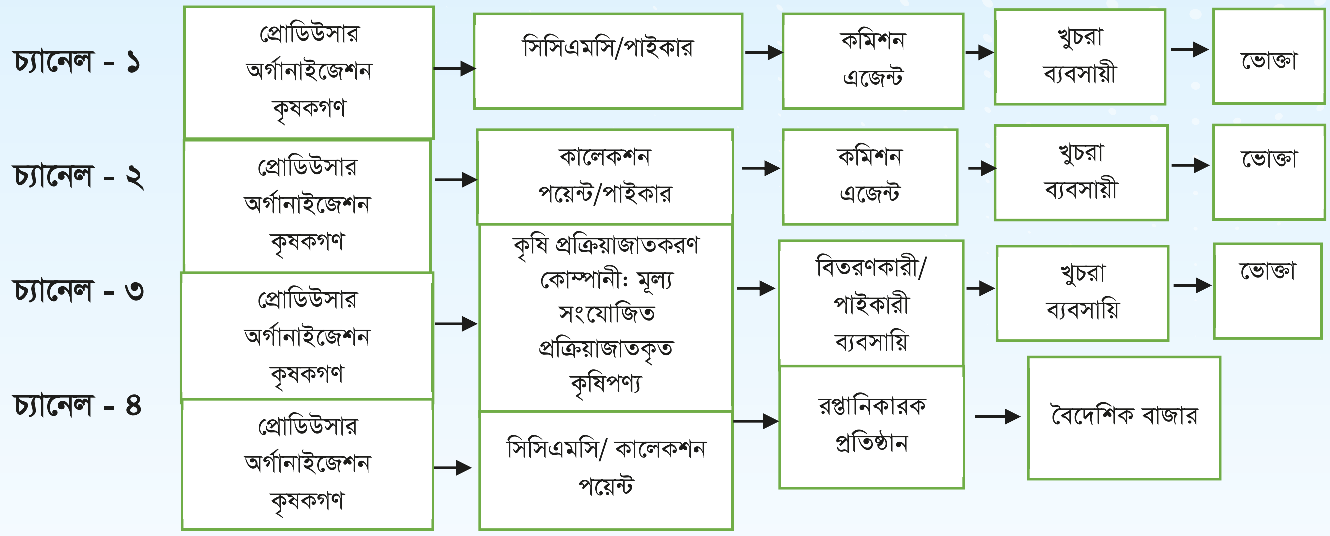

দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণ
(Group Marketing)

সূচনা (Introduction)

বাজারে বড় ধরনের ব্যবসায়িদের চাহিদা মত পর্যাপ্ত পরিমাণ মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য সরবরাহের জন্য ক্ষুদ্র কৃষকদের দলবদ্ধভাবে কৃষিপণ্য বাজারজাত করা উচিত। কারণ একজন ক্ষুদ্র কৃষকের ফল, সবজি উৎপাদনের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় সামান্য বিধায় সরাসরি পাইকারী ব্যবসায়ি অথবা রপ্তানিকারক বা কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির নিকট বিক্রির সুযোগ পায় না। স্থানীয় ফড়িয়ারা নিজেদের সুবিধামত দামে ক্ষুদ্র কৃষকদের পণ্য কিনে নেয়। তাই কৃষকরা যদি দলবদ্ধভাবে মান সম্পন্ন কৃষিপণ্য বেশি পরিমাণে একত্রিত করে দর কষাকষি করে তাহলে অধিক দামে এ সব পণ্য বিক্রি করার সুযোগ পাওয়া যায়।

সুবিধা (Advantages)

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণের কাজটি সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও লাভজনক করতে পারে। এ জন্য, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে। ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ি নিম্নরূপভাবে লাভবান হবেন ঃ

- কৃষকগণ বাজার চাহিদা বোঝতে সক্ষম হবে। যেমন, কি কি জাতের ফসল উৎপাদন করতে হবে, কি মানের বৈশিষ্ট্য হবে এবং কোন ঋতুতে কত পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে, ইত্যাদি।
- পাইকারী ব্যবসায়ি/রপ্তানিকারক/কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানির নিকট সরাসরি বিক্রি করলে তুলনামূলক অধিক দাম পাবে।
- ব্যবসায়িদের কৃষিপণ্য ক্রয় এবং সরবরাহে দক্ষতা বাড়বে।

পূর্ব শর্ত (Pre-Condition)

দলবদ্ধভাবে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের পূর্ব শর্ত হলো প্রাথমিকভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সিআইজি কৃষকদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কৃষিপণ্য বাজারজাত করার ধারণা সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের কৃষকগণ একে অপরকে যখন বিশ্বাস করবে তখনই তাদের কৃষিপণ্য দলবদ্ধভাবে বাজারজাত করার সুযোগ হবে।

দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হলো- একসাথে কাজ করার উপকারিতাসমূহ বুঝতে হবে এবং তাদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কার্যক্রমসমূহ দলবদ্ধভাবে করার প্রতিশ্রুতির বিকাশ ঘটতে হবে। এই ধারণাগুলি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে ঐক্যমতে পৌঁছে বাস্তবায়ন করবে।

প্রক্রিয়া (Process)

কৃষিপণ্য দলবদ্ধভাবে বাজারজাতকরণে নিম্নে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

- কালেকশন পয়েন্টে কৃষিপণ্য একত্রিত করে পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাতে করে ফড়িয়া/পাইকারদের পক্ষে তা ক্রয় করা সহজতর হয়, কৃষিপণ্য ক্রয়ে এবং পরিবহনে খরচ কম হয়।
- খরচ কমাতে কৃষকদের খামার থেকে কালেকশন পয়েন্টে কৃষিপণ্য দলবদ্ধভাবে পরিবহন করা।
- কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্য পেতে ক্রেতাদের সাথে যৌথ আলোচনা ও দর কষাকষি করে বিক্রি করা।
- খরচ কমাতে কৃষি উপকরণ যৌথভাবে ক্রয় করা।
- গ্রুপে কৃষকদের যখন যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিপণ্য থাকবে তখন মোবাইল ফোনের সাহায্যে পাইকারদের ক্রয়ের জন্য খবর দিতে হবে।
- এ ছাড়া, কৃষক গ্রুপের প্রতিনিধি কৃষিপণ্যের টার্গেট স্থানীয় বাজারে, শহরের বিকল্প বাজার আড়তদার বা কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিতে নিয়ে বিক্রি করতে পারে।
- শহরগুলোর বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ি/কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানির রপ্তানিকারকের নিকট বিক্রি করার বিষয়ে আগেই তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে কি কি পণ্য সরবরাহ করতে হবে, কোন সময়ে কত পরিমাণ, প্যাকেজিং, দাম, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলো ঠিক করে নিতে হবে।

কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

(CCMC Operation & Maintenance)

১. সূচনা ঃ

সিসিএমসি হলো ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সজ্জিত ও বাজার তথ্য সমৃদ্ধ কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের একটি উন্নত কেন্দ্র। সিসিএমসি-তে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে সিআইজি বা সিআইজিভুক্ত নন এমন সকল কৃষকগণ মানসম্পন্ন ফল ও সবজি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কৃষকদের ন্যায় পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাগণেরও সিসিএমসি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) দক্ষতার সাথে সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন । প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) সিসিএমসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

২. উদ্দেশ্য ঃ

- কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা।
- ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো।
- মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করা।
- ভোক্তার জন্য মানসম্পন্ন খাদ্য সরবরাহ করা।
- কৃষকের আস্থার জায়গা তৈরি করা।

৩. সিসিএমসি সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) নিম্নে বর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদন করবেন ঃ

৩.১ সিসিএমসি-র ভিতরে এবং বাহিরে চতুর্দিক পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ জন্য সিসিএমসি'র মেঝে, দেয়াল, ফার্নিচার, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সবকিছু নিয়মিত ঝাড়ু দিয়ে, কাপড় দিয়ে মুছে পরিস্কার করে রাখতে হবে।

৩.২ সিসিএমসি-র ভিতরে ফসল সংগ্রহোত্তর উপকরণ, যন্ত্রপাতিগুলো সুবিন্যস্তভাবে রাখা, যাতে সিসিএমসি-র ভিতরের স্থান কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যায়।

৩.৩ সিআইজি/নন-সিআইজি কৃষকদের মানসম্পন্ন ফল ও সবজি সিসিএমসি-তে সরবরাহ করার লক্ষ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। যেমন -

- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল ও সবজি উৎপাদন ও বিক্রি করার কাজে নিয়োজিত সিআইজি কৃষকদের তালিকা করতে হবে।
- নন- সিআইজি কৃষক যারা ফল ও সবজি বাজারে বিক্রি করে এবং সহজেই সিসিএমসি-তে আসতে পারে তাদের তালিকাভুক্ত করতে হবে।
- তালিকা তৈরীতে সংশ্লিষ্ট উপ- সহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তা অবশ্যই নিতে হবে।
- তালিকাভুক্ত কৃষকদের নাম, ইউনিয়ন, গ্রাম, মোবাইল নম্বর, কি কি কৃষিপণ্য উৎপাদন করে ও কি পরিমাণ বিক্রি করে এসব তথ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এসব তথ্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বাজার চাহিদার ভিত্তিতে সিসিএমসি-তে কৃষিপণ্য সরবরাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।
- তালিকাভুক্ত কৃষকদের ফল ও সবজি ক্ষেত পরিদর্শন এবং মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য সিসিএমসি-তে সরবরাহের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাজার তথ্য (কৃষিপণ্যের মূল্য, বাজার চাহিদা, কৃষিপণ্যের সরবরাহের অবস্থা ইত্যাদি) আদান প্রদান করতে হবে।

৩.৪ ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ও কৃষিপণ্য বিক্রি পরিচালনা করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো করতে হবে ঃ

- বাজারের দিন সিসিএমসি সময়মত খোলা রাখতে হবে।
- সিসিএমসি-তে ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল নিয়ে আসার পর সাথে সাথে **পণ্যের ওজন** নিতে হবে।
- কৃষিপণ্য সরবরাহকৃত কৃষকদের/ব্যবসায়ির নাম, ঠিকানা ও পণ্যের পরিমাণ **রেজিষ্টার খাতায়** লিখতে হবে।
- কৃষক/ব্যবসায়িদের ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে সহায়তা করতে হবে।
- সনাক্তকৃত ব্যবসায়ি/কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তাদের সিসিএমসি-তে সরবরাহকৃত কৃষিপণ্য ক্রয়ে অংশগ্রহনের জন্য তথ্য প্রদান ও আহবান করতে হবে।
- কৃষিপণ্য বিক্রি প্রক্রিয়ার আওতায় দর কষাকষি, পণ্যের সঠিক পরিমাপ করা, মূল্য পরিশোধ, ইত্যাদি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

- সিসিএমসি-তে সরবরাহকৃত কৃষিপণ্যের উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনাসমূহ সিসিএমসি-র নিকটে অবস্থিত কম্পোষ্ট তৈরির গর্তে নিয়মিত ফেলতে হবে।
- সিসিএমসি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় ইজারাদার, বণিক সমিতি, পরিবহন সার্ভিস, কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় ও নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩.৫ সেবা ফি সংগ্রহ করে সিসিএমসি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা

সিসিএমসি সারা বছর কার্যকর রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সিসিএমসি-তে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে কৃষি পণ্যের উন্নত গুণমান রক্ষা করা যায় এবং এর ফলে মূল্য যোগ হয়। ফলত কৃষক/ব্যবসায়িগণ কৃষিপণ্য তুলনামূলকভাবে অধিক দামে বিক্রি করে লাভবান হবেন। কৃষক ও ব্যবসায়ি লাভবান হলে সিসিএমসি-র কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য তারা সেবা ফি প্রদান করতে উৎসাহি হবেন। সেবা চার্জের পরিমাণ পিও-র বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারণ করবেন।

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহারকারী কৃষক ও ব্যবসায়িদের কাছ থেকে সেবা ফি সংগ্রহ করে সিসিএমসি-র ব্যাংক একাউন্টে জমা করবেন। সেবা ফি সংগ্রহ ও খরচ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি ক্যাশ রেজিষ্টার ব্যবহার করবে। সেবা ফি হিসেবে আয়কৃত টাকা সিসিএমসি-র পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় হবে।

কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

(Collection Point Operations and Maintenances)

সূচনা ঃ

কালেকশন পয়েন্ট হলো বিক্রির জন্য কৃষিপণ্য (ফল ও সবজি) একত্রিত করার একটি উন্নত স্থান। কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ কার্যক্রম লাভজনক করার জন্য কালেকশন পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সিআইজি কৃষকগণ কালেকশন পয়েন্টে ভাল মানের কৃষিপণ্য বেশি পরিমাণে একত্রিত করলে দর কষাকষি করে অধিক লাভে বিক্রি করার সুযোগ পাবে। কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সিআইজি/বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করলে নিজস্ব মালিকানা সৃষ্টি হবে যা কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই করতে সাহায্য করবে।

সিআইজির কার্যনির্বাহী কমিটি/প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

উদ্দেশ্য ঃ

- সিআইজি কৃষকগণ বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষিপণ্য একত্রিত করতে পারবে।
- পাইকারদের আকৃষ্ট করা এবং ক্রয়ের জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা।
- দর কষাকষি করে বিক্রি করা।
- কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা।
- মধ্যস্বত্ব ভোগীদের প্রভাব হ্রাস করা।
- পাইকারী ব্যবসায়িদের কৃষিপণ্য ক্রয় এবং পরিবহন খরচ হ্রাস করা।
- ভোক্তার জন্য ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা।

কালেকশন পয়েন্টের স্থান নির্বাচন ঃ

- যেখানে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ অসংগঠিত অথবা পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর কিংবা উন্নত শেড নাই, কৃষকগণ এককভাবে অল্প পরিমাণ কৃষিপণ্য বিক্রি করে ভোক্তার দামের শতকরা ২০-৩০ ভাগ পায়, সেখানে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা যেতে পারে।
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় যে নির্দিষ্ট স্থানে সিআইজি কৃষকগণ ফল, সবজি একত্র করে সেই স্থানগুলো সনাক্ত করে উন্নত কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।
- সুনামধারী পাইকারী ব্যবসায়ি কর্তৃক ব্যবহৃত কৃষিপণ্য ক্রয় এবং একত্রিত করার ব্যবহৃত স্থানটি কালেকশন পয়েন্ট স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা ঃ

- প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি/সিআইজি কার্যনির্বাহী কমিটি কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা করবেন।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সিআইজিগুলোর সদস্য কৃষকগণের সাথে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করবেন সপ্তাহে কোন কোন দিনগুলোতে ফল ও সবজি মাঠ থেকে সংগ্রহ করবেন এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিক্রির জন্য কালেকশন পয়েন্টে নিয়ে আসবেন।
- কালেকশন পয়েন্টে কৃষিপণ্য নিয়ে আসার পর সাথে সাথে পণ্যের ওজন নিতে হবে।
- কৃষিপণ্য সরবরাহকৃত কৃষকদের নাম, ঠিকানা ও পণ্যের পরিমাণ রেজিষ্টার খাতায় লিখতে হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্থানীয় পাইকার, চেইনসপ এর এজেন্ট, রপ্তানিকারক, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিদের আগাম জানিয়ে দিবেন যে কালেকশন পয়েন্টে ফল ও সবজি বিক্রির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জড়ো করা হবে, আপনারা ক্রয়ে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত।
- ফোন নম্বরসহ বাণিজ্যিক কৃষকের তালিকা এবং সুনামধারী পাইকারী ব্যবসায়িদের তালিকা কালেকশন পয়েন্ট পরিচালনা কমিটির নিকট থাকতে হবে।
- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ ফল ও সবজির গুণগত মান এবং বাজার তথ্যের ভিত্তিতে বিক্রয় মূল্য ঠিক করবেন, দর কষাকষি করবেন। যে পাইকার/ক্রেতা সর্বোচ্চ দাম বলবেন তার নিকট বিক্রি করে কৃষকগণ লাভজনক দাম পাবেন।
- কৃষিপণ্যের বিক্রয় মূল্য কালেকশন পয়েন্টে সরবরাহকৃত কৃষকদের দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে। ফলে কৃষকের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হবে এবং কালেকশন পয়েন্টে কৃষিপণ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।
- কালেকশন পয়েন্টে সরবরাহকৃত কৃষিপণ্যের উচ্ছিষ্ট নিকটস্থ কম্পোষ্ট তৈরীর গর্তে নিয়মিত ফেলতে হবে।

ম্যাট ব্যবহারের নিয়মাচার

(Guidelines for the Use of Mat)

সূচনাঃ

মাঠ পর্যায়ে ফল, সবজি গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ম্যাটের উপর রাখা এবং সংগ্রহোত্তর পরিচর্যাসমূহ করার জন্য ম্যাট সরবরাহ করা হবে। গাছ থেকে সংগ্রহের পর ফল, সবজির গুণগত মান রক্ষার জন্য ক্ষেতের আশেপাশে ছায়াযুক্ত স্থানে ম্যাট বিছিয়ে তার উপর রাখতে হবে। ম্যাটে না রেখে ক্ষেতের পাশে রোদের মধ্যে মাটিতে বিছিয়ে/স্তুপ করে রাখলে উক্ত ফল ও সবজি থেকে দ্রুত পানি বের হয়ে নেতিয়ে পড়বে এবং ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। ক্ষেতের আশেপাশে ছায়ার ব্যবস্থা থাকলে গাছ থেকে সংগ্রহের পর ফল, সবজি ম্যাটে রাখা। এ ছাড়া ফল ও সবজি বাঁছাই, গ্রেডিং, ক্রেটে প্যাকেজিং করে বিক্রির জন্য সিসিএমসি'তে পাঠাতে পারেন। এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে সক্রিয় সিআইজিগুলোর প্রতিটি সিআইজির জন্য ১২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৯ ফুট প্রস্থ একটি ম্যাট সরবরাহ করা হবে।

ক. ম্যাট সরবরাহের মূলনীতি ঃ

১। ২০টি সিআইজি এর মধ্যে যে সিআইজি গুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থাৎ বাজারে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ফল ও সবজি উৎপাদন করে এবং প্রকৃতপক্ষে বাজারে বিক্রি করে এই শ্রেণীর সক্রিয় সিআইজিগুলোকে ম্যাট ব্যবহারের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

২। উপজেলা কৃষি অফিসারের পরামর্শে এলবিএফ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল, সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কাজে নিয়োজিত সক্রিয় সিআইজিগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবেন।

৩। ম্যাট বিতরণের কর্মসূচী (তারিখ, সময় ও স্থান) এলবিএফ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে তৈরি করবেন।

খ. ম্যাট বিতরণ ব্যবস্থা ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে তালিকাভুক্ত সক্রিয় সিআইজিগুলোর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে ম্যাট বিতরণের কর্মসূচি জানিয়ে দিতে হবে যাতে সিআইজি কৃষকগণ বিতরণের সময় উপস্থিত থাকে।

২। ম্যাট বিতরণের সময় উপজেলা কৃষি অফিসারের উপস্থিতি সিআইজি কৃষকগণকে ম্যাট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

৩। মাঠ পর্যায়ে ফল, সবজি সংগ্রহে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য প্রতিটি সিআইজি-তে প্রদর্শনীর জন্য একটি ম্যাট দেয়া হবে। ম্যাট ব্যবহার করে উপকার পেলে সিআইজি কৃষকগণ নিজের টাকা দিয়ে ম্যাট ক্রয় করবে।

গ. ম্যাট ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

১। সিআইজি এর পক্ষে সভাপতি ম্যাটটি গ্রহণ করবেন এবং ম্যাটের সুষ্ঠু ব্যবহার সমন্বয় করবেন।

২। ম্যাট বিতরণের পর ইউএও/এসএএও/এলবিএফ ম্যাট ব্যবহারের উপকারিতা এবং ব্যবহারের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করবেন।

৩। সিআইজি কৃষকগণ (যাদের সবজি ক্ষেত পাশাপাশি অবস্থিত) ফল ও সবজি ক্ষেত থেকে সংগ্রহের আগের দিন সভাপতির কাছে থেকে ম্যাট সংগ্রহ করবেন এবং মাঠ পর্যায়ে ফল, সবজি সংগ্রহের পর পরিচর্যাসমূহ সম্পন্ন করে ম্যাটটি সভাপতির নিকট ফেরৎ দিবেন যাতে সিআইজি -র অন্য কৃষকগণ এটি ব্যবহারের সুযোগ পায়।

৪। ম্যাট বিতরণ কাজে সিআইজি সভাপতি অবশ্যই একটি খাতা বা রেজিষ্টার ব্যবহার করবেন, যাতে ব্যবহারকারী কৃষকের নাম ও ঠিকানাসহ ম্যাট গ্রহণ ও ফেরৎ প্রদানের তারিখ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করবেন।

৫। এলবিএফ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ ম্যাটের কার্যকর ব্যবহার মনিটরিং করবে এবং ব্যবহারের মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিবেন।

৬। সরবরাহকৃত ম্যাটটি বিক্রি বা হস্তান্তর যোগ্য নয়।

৭। সিআইজি কৃষকগণ ম্যাটটি যত্ন সহকারে ব্যবহার করবেন।

আমি ...., সভাপতি, সিআইজি, গ্রামঃ..., পোঃ ...., ইউনিয়নঃ ...., উপজেলাঃ ...., জেলাঃ ...., এনএটিপি-২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অঙ্গের অর্থায়নে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ম্যাট গ্রহণ করে উপরোক্ত নিয়মাচারে সম্মত হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর করলাম।

সাক্ষীঃ

স্বাক্ষর ও তারিখঃ

১।

২।

ক্রেটস্ ব্যবহারের নিয়মাচার

(Guidelines for the Use of Crates)

সূচনাঃ

তাজা ফল-মূল, শাক-সবজি ক্ষেত থেকে স্থানীয় বাজারে, কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে (সিসিএমসি) বা দূরবর্তী শহরের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে পরিবহনের জন্য ক্রেটস্ খুবই উপযোগি প্রমাণিত হয়েছে। ক্রেটে ভরে পরিবহন করলে ফল ও সবজি নষ্ট হয় না বরং গুণগত মান বজায় থাকে। ক্রেটে ফল ও সবজি পরিবহনের সুবিধাসমূহ বাস্তবে উপলব্ধি করার জন্য সিআইজি কৃষক, নন- সিআইজি কৃষক, ব্যবসায়িগণ ক্রেটস্ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ক্রেটস্ ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

১। সিআইজি কৃষকগণ রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাজা ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষেত থেকে সিসিএমসি- তে পরিবহনের জন্য ক্রেটস্ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাবে।

২। সিসিএমসি থেকে ক্রেটস্ প্রদানকালে রেজিষ্টারে ক্রেটস্ ব্যবহারকারীর নাম, পেশা, ঠিকানা, গ্রহণ করার ও ফেরৎ প্রদানের তারিখসহ স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩। সভাপতি, এমএমসি এর অনুমতি সাপেক্ষে সিআইজি-র সদস্য নন এমন কৃষকগণও তাজা ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে পরিবহন কাজে ক্রেটস্ ব্যবহার করতে পারবেন।

৪। ক্রেটস্ ব্যবহারে দলগত চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫। সিআইজি কৃষক যিনি ভাল মানের ফল ও সবজি শহরের বাজারে বিক্রি করেন পরিবহন কাজে তাকে ক্রেটস্ ব্যবহার করতে দেয়া যাবে।

৬। ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ কাজে ক্রেটস্ ব্যবহারকারী ব্যবসায়িগণ প্রতিদিনের জন্য ক্রেটস্ প্রতি ৫/- টাকা ভাড়া প্রদান করবেন এবং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। ভাড়ার টাকা এমএমসি এর কোষাধ্যক্ষ পিও-এমএমসি ব্যাংক এ্যাকাউন্টে জমা দিবেন। প্রয়োজনে নতুন ক্রেটস ক্রয়ে এবং সিসিএমসি ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করবেন।

৭। এলবিএফ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ ক্রেটের কার্যকর ব্যবহার মনিটরিং করবে এবং ব্যবহারের মান উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিবেন।

৮। এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ক্রেটস্ বিক্রয়যোগ্য নয় এবং ব্যক্তিগত সম্পদে রূপান্তর করা যাবে না, কেননা এসব প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সম্পদ।

ফুট নোট ঃ ক্রেটস্ ব্যবহারে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে ঃ

- গ্রেড ভিত্তিকভাবে ক্রেটে ফল, সবজি সাজাতে হবে, যাতে সহজেই ক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।
- ক্রেটস্ ব্যবহারকারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ক্রেটস্ সিসিএমসি তে হস্তান্তর করবেন।
- সিসিএমসি তে ক্রেটস্ সাজিয়ে রাখতে হবে। ধুলা বালি মুক্ত করে ক্রেটস্ সংরক্ষণ করতে হবে।

রিক্সা ভ্যান ব্যবহারের নিয়মাচার

(Guidelines for the Use of Rickshaw Van)

সাধারণত উৎপাদন এলাকা থেকে ফল, সবজি ও সুগন্ধি চালের বাজার/সিসিএমসি বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে। এ সব কৃষিপণ্য সুষ্ঠুভাবে সঠিক সময়ে পরিবহন করে সিসিএমসিতে পৌঁছানো গেলে লাভজনক দামে বিক্রি করা সম্ভব। পরিবহন সহজতর না হওয়ায় অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ক্ষেত বা মাঠ থেকেই উৎপাদিত পণ্য কম দামে বিক্রি করে দেয়। কৃষক অনেক ক্ষেত্রেই ভোক্তা মূল্যের মাত্র ২০ শতাংশ দাম পায়। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত রিক্সা ভ্যানটি সিআইজি কৃষকদের উৎপাদিত ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল পরিবহন করে কালেকশন পয়েন্ট/সিসিএমসিতে পৌঁছানোর কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের পক্ষে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/এলবিএফ রিক্সা ভ্যানটির সুষ্ঠু ব্যবহার সমন্বয় করবেন। এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত রিক্সা ভ্যানটি বিক্রয়যোগ্য নয় এবং ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা যাবে না। এটি প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

এনএটিপি-২ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ভ্যান গাড়িটি ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

১। রিক্সা ভ্যানটি প্রকল্প এলাকায় ভ্যান চালনায় পারদর্শী ও সুনাম আছে এমন ব্যক্তি দিয়ে চালাতে হবে। ভ্যান চালক নির্বাচনে সিআইজি সদস্য/সিসিএমসি এর নিকটবর্তী এলাকার অভিজ্ঞ রিক্সা ভ্যান চালককে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ব্যাপারে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট এলবিএফ এ বিষয়টি বাস্তবায়নে পিও-এমএমসি এর পক্ষে কাজ করবে।

২। সিআইজি সদস্যগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিক্সা ভ্যানটি নির্ধারিত ভাড়া বা ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাবেন। এ ছাড়া নন সিআইজি সদস্যগণ রিক্সা ভ্যানটি ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারবেন। রিক্সা ভ্যানটি শুধুমাত্র উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হবে।

৩। খামার হতে সিসিএমসি তে কৃষিপণ্য পরিবহন ভাড়া এবং প্রতিদিনের রিক্সা ভ্যান বাবদ "জমা" (যা চালক কর্তৃক এমএমসি কে প্রদেয়) প্রদানের টাকার পরিমাণ এমএমসি সভায় নির্ধারিত ও অনুমোদিত হতে হবে।

৪। প্রতিদিনের "জমা" (ভ্যান ভাড়া) টাকা কোষাধ্যক্ষ গ্রহণ করে পিও-এমএমসি ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন। ভ্যান হতে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয় একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫। রিক্সা ভ্যান মেরামতের খরচ ভ্যান ভাড়ার আয় থেকে মিটাতে হবে। প্রতিমাসের ভ্যানের আয় ও ব্যয় এমএমসি সভায় উপস্থাপন করে খরচ অনুমোদন করাতে হবে।

৬। রিক্সা ভ্যান দ্বারা পরিবহনকৃত কৃষিপণ্যের পরিমাণ পণ্যের নাম ও তারিখসহ উল্লেখ করে এলবিএফ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতিদিন ভ্যান চালকের নিকট হতে পণ্য পরিবহন তথ্য সভাপতি/এলবিএফ নিজ দায়িত্বে জেনে নিবেন।

৭। রিক্সা ভ্যানটি একটি নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। রিক্সা ভ্যান চুরি হলে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/ভ্যান চালক দায়ী হবেন এবং সম্পূর্ণ টাকা পিও-এমএমসি এর কর্তৃপক্ষকে নতুন ভ্যান ক্রয়ের জন্য প্রদান করবে।

৮। সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ ও এলবিএফ কৃষিপণ্য পরিবহনের বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

৯। রিক্সা ভ্যান পরিচালনার প্রতিটি বিষয় এলবিএফ এবং এমএমসি এর সভাপতি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং তার পরামর্শ এমএমসি এর সভায় উপস্থাপন করবেন।

১০। প্রতিটি ভ্যানের বডিতে একটি কালো টিনের প্লেটে সাদা রং দিয়ে "এনএটিপি-২, ডিএই/হর্টেক্স ফাউন্ডেশন" লিখে লাগিয়ে দিতে হবে।

১১। ভ্যানের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট এলবিএফ এর সহায়তায় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পিও-এমএমসি এর নামে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করবে।

১২। ভ্যান চালক ভ্যানটির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিজ দায়িত্বে করবেন এবং তা এমএমসি কে জানাবেন।
১৩। এমএমসি এর মাসিক সভায় ভ্যান ব্যবহার করে কৃষিপণ্য পরিবহনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।
১৪। ভ্যান ব্যবহারের নিয়মাচার পিও-এমএমসি এবং সিআইজি এর সকল সদস্যকে অবহিত করতে হবে।
১৫। রিক্সা ভ্যান চালক নিম্নের অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে ভ্যান চালনার জন্য রিক্সা ভ্যান গ্রহণ করতে পারে -

অঙ্গীকারনামা

আমি ...., পিতাঃ ....,
মাতাঃ ...., গ্রামঃ ....,
ইউনিয়নঃ ...., পোষ্টঃ ....,
উপজেলাঃ ...., জেলাঃ ....,
মোবাইল নম্বরঃ ...., এনএটিপি-২, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অঙ্গের অর্থায়নে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত ভ্যান সিআইজি এবং নন-সিআইজি কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্য মাঠ হতে কালেকশন পয়েন্ট/সিসিএমসি তে ভাড়ার বিনিময়ে পরিবহনের জন্য গ্রহণ করিলাম। রিক্সা ভ্যানটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার এবং আমার দায়িত্বে চুরি বা হারানো গেলে রিক্সা ভ্যান পুনরায় ক্রয় বাবদ সম্পূর্ণ মূল্য এমএমসি'র সভাপতির নিকট প্রদান করতে বাধ্য থাকিব। এ ছাড়া রিক্সা ভ্যান পরিচালনার নিয়মাচার মানিয়া চলিব।

সভাপতির স্বাক্ষর

রিক্সা ভ্যান চালানোর জন্য চালকের নাম,
ঠিকানা এবং স্বাক্ষর

সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর

উপজেলা কৃষি অফিসার এর প্রতি স্বাক্ষর

এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিনিয়োগে ক্রয়কৃত মিনি ট্রাক পরিচালনার নিয়মাচার

উপজেলা বাজারে অবস্থিত কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে সংগঠিত প্রোডিউসার আর্গানাইজেশন (পিও) ও এটির বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) উদ্যোক্তা হিসেবে ফল ও সবজির বাজারজাতকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিজেদের সঞ্চয় ও এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিনিয়োগ করে মিনি ট্রাক ক্রয় করেছেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এনএটিপি-২ (প্রকল্প প্রদত্ত) এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্টের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পিও-এমএমসি উদ্যোক্তা হিসেবে মিনি ট্রাক ব্যবহার করে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবসা পরিচালনা করবে। পিও-এমএমসি কৃষকদের উৎপাদিত ফল ও সবজি ক্রয় করে মিনি ট্রাক দ্বারা পরিবহন করে শহরের উচ্চ-মূল্যের বাজারগুলোতে বিক্রি করে নীট মুনাফা অর্জন করতে পারবে। ফলে ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মিনি ট্রাকটি শুধুমাত্র কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজে ব্যবহৃত হবে। অন্যান্য অ-কৃষিপণ্য কোন অবস্থাতেই পরিবহণ করা অর্থাৎ ইট, বালু, সিমেন্ট, রড, কাঠ ইত্যাদি এই পিক-আপ ভ্যানে পরিবহন করা যাবে না এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্র্যান্ট দিয়ে ক্রয়কৃত মিনি ট্রাক পিও-এমএমসি উদ্যোক্তার সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এ সম্পদ হস্তান্তর যোগ্য নয়।

এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট দিয়ে ক্রয়কৃত মিনি ট্রাকটির কার্যকর ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবেঃ

১। এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিনিয়োগে ক্রয়কৃত মিনি ট্রাকের রেজিষ্ট্রেশন হবে পিও-এমএমসি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর নামে।

২। মিনি ট্রাকের উভয় পাশের ডালায় ও পেছনে সমিতির নাম পরিচয় লেখা থাকতে হবে। ফলে সমিতির ফল ও সবজি ব্র্যান্ডিং হবে। উভয় পাশের ও পেছনের ডালায় যা লিখা থাকবে তা নিম্নরূপঃ

সম্মুখে উইন্ডশিল্ডের উপরে লেখা থাকবে - কৃষি মন্ত্রণালয়ের এন.এ.টি.পি.-২ প্রকল্প কাজে নিয়োজিত দুপাশের ডালায় লেখা থাকবে

কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি), বারৈচা বাজার, বেলাব

পরিচালনায়ঃ প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (পিও-এমএমসি), বেলাব, নরসিংদী

সহযোগিতায়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

৩। মিনি ট্রাকের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পিও-এমএমসি সদস্যগণ সভা করে বেজোড় সংখ্যায় একটি উপ-কমিটি গঠন করবে। মূলত উপ-কমিটি ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে।

৪। মিনি ট্রাক পরিচালনার উপ-কমিটি মিনি ট্রাক চালক নিয়োগ, মিনি ট্রাক ব্যবহারের মাইল মিটার এবং কি কি ফল ও সবজি এবং কত পরিমাণে উৎপাদন এলাকা/স্থানীয় বাজার থেকে শহরের পাইকারি বাজারে পরিবহন করে বিক্রি করেছেন তা লিপিবদ্ধ করবে। তথ্য লিপিবদ্ধ করার ছক নিম্নে দেয়া হলোঃ

পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিসিএমসি, উপজেলাঃ

মিনি ট্রাক চালনার লগ বই

চালকের নামঃ গাড়ির নম্বরঃ

তারিখ	মাইল মিটার		পরিবহনকৃত কৃষিপণ্যের নাম	পরিমাণ (কেজি)	স্থানীয় বাজারের নাম (যেখান থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে)	পাইকারি বাজারের নাম	চালকের স্বাক্ষর/ ব্যবহারকারীর স্বাক্ষর
	শুরুতে	শেষে					

৫। মিনি ট্রাক পরিচালনা থেকে আয়, ব্যয় ও স্থিতির তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য পৃথক একটি রেজিষ্টার ব্যবহার করবে। দিন শেষে আয় ও ব্যয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করার নমুনা ছক নিম্নে দেয়া হলোঃ

আয়			ব্যয়			স্থিতি
তারিখ	আয়ের উৎস	টাকা	তারিখ	ব্যয় বিবরণ	টাকা	টাকা

৬। মিনি ট্রাক দিয়ে এনএটিপি-২ প্রকল্প এলাকার সিআইজি, অ-সিআইজি কৃষকদের শাক-সবজি ও ফল-মূল পরিবহনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭। সমিতির কাজের অবসরে অন্যান্য ব্যবসায়িক কৃষিপণ্য পরিবহন করা যাবে।

৮। পিও-এমএমসি-র মাসিক/পাক্ষিক সভায় সাব কমিটি মিনি ট্রাক ব্যবহার থেকে আয় ও ব্যয়, কৃষিপণ্য পরিবহনের অগ্রগতি উপস্থাপন করবে। সভায় পিও-এমএমসি সদস্যদের মধ্যে যে সকল সদস্য পিক-আপ ভ্যানের শেয়ার কিনতে পারেন নাই, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের শেয়ার হোল্ডার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে।

৯। মিনি ট্রাক রেজিষ্ট্রেশন, ট্যাক্স টোকেন এবং বীমা নিয়মিতভাবে নবায়ন করতে হবে।

১০। মাসিক/পাক্ষিক আয় হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা (যা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে) পিও-এমএমসি এর মাধ্যমে সাধারণ হিসাবে জমা/সঞ্চয় করে সমিতির আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করতে হবে।

১১। সংশ্লিষ্ট এলবিএফগণ মাসের শেষে পিক-আপ ব্যবহারের অগ্রগতি প্রতিবেদন (আয় ও ব্যয়, পরিবহনকৃত ফল ও সবজির নাম ও পরিমাণ, পাইকারি বাজারের নাম যে বাজারে কৃষিপণ্য বিক্রি করেছেন ইত্যাদি) হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট এনএটিপি-২ এর নিকট পাঠাবেন।

কৃষি ব্যবসা শক্তিশালীকরণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড - ৩ (AIF-3) ম্যাচিং গ্রান্ট ধারণা

(Concepts of Agricultural Innovation Fund-3 (AIF-3) Matching Grant for Strengthening Agribusiness)

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড - ৩ (AIF-3) কি?

- AIF-3 বাংলাদেশের কৃষিতে এক ধরনের নব প্রবর্তিত, সহায়তাদানকারী ও অফেরতযোগ্য ম্যাচিং অনুদান।
- AIF-3 ম্যাচিং অনুদান প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সাধারণ বডি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিআইজি গ্রুপ এবং স্থানীয় কৃষিপণ্য ব্যবসায়িগণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষি ব্যবসা উন্নয়নে পেতে পারেন।
- এ তহবিল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাজার প্রবেশাধিকার সহজীকরণে ভূমিকা পালন করবে এবং উদ্যোক্তা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজি/সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- AIF-3 অনুদান হিসেবে পেতে হলে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সাধারণ বডি, সিআইজি গ্রুপ, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি/স্থানীয় কৃষিপণ্য ব্যবসায়িগণকে তার নিজস্ব ব্যাংক একাউন্টে কমপক্ষে ৫.৮২ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে তার ব্যবসা জোরদার ও লাভজনক করার জন্য প্রকল্প থেকে জারিকৃত ফরমেটে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে উপজেলা কৃষি অফিসে জমা দিয়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ৫.৮১ লক্ষ টাকা অফেরতযোগ্য অনুদান হিসেবে পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্টের উদ্দেশ্য ঃ

- স্মল হোল্ডার/ক্ষুদ্র কৃষকদের বাজার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সিআইজি, নন-সিআইজি, প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) এবং এগ্রিবিজনেস উদ্যোক্তাগণের মাঝে অংশীদারত্ব স্থাপন করা।
- কৃষি সেবা প্রদানকারীগণের (SAAO, CEAL, LEAF etc.) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট এর জন্য উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের ক্ষেত্রে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি/ব্যবসায়িদের- কৃষিপণ্যের উদ্যোক্তা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবেঃ

- বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ/কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) পরিচালনায় ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা।
- পিও-এমএমসি উপজেলা সমবায় কার্যালয় থেকে নিবন্ধন করা।
- সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয় থেকে বৈধ ও আপডেটেড ট্রেড লাইসেন্স।
- পিও-এমএমসি এর নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার অভিজ্ঞতা এবং সঞ্চয়ের বিবরণ (Bank Statement)
- নীতিমালা অনুযায়ী পিও-এমএমসি এর ব্যাংক একাউন্টে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ৫০% (৫.৮২ লক্ষ) অর্থের সঞ্চয় থাকতে হবে।
- কৃষিপণ্যের ব্যবসা কেন্দ্র পরিচালনায় উদ্যোক্তা/ব্যবসায়িদের ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা।

- কৃষক-বাজার সংযোগের মাধ্যমে কৃষিপণ্য যেমন শাক-সবজি, ফল, সুগন্ধি চাল ইত্যাদি ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ব্যবহার করে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

স্থানীয় কৃষিপণ্য ব্যবসায়ি/ উদ্যোক্তার উপরে উল্লেখিত যোগ্যতাসমূহ থাকলে এআইএফ-৩ ম্যাচিং অনুদান প্রাপ্তিতে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা উপজেলা কৃষি অফিসে জমা দিতে পারবেন।

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের জন্য ব্যবসা নির্বাচন ঃ

প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বাজার চাহিদা বিবেচনা করে বাস্তব ভিত্তিক ব্যবসা নির্বাচন করতে হবে। ব্যবসা নির্বাচনের জন্য নিম্ন লিখিত উপাদানগুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. **স্থানীয় চাহিদা** ঃ ব্যবসা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেবা বা পণ্যের স্থানীয় চাহিদা বেশি হলে তাকে যথার্থ প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া উপজেলা ও জেলা শহরসহ অন্যান্য বড় শহরে পণ্যের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

২. **বেশি সদস্য যে ব্যবসা করতে চায়** ঃ একটি উপজেলায় প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন অনেক কৃষকের সংগঠন তাই ব্যবসা নির্বাচনে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বেশির ভাগ কৃষক যে ব্যবসা করতে চায় তা নির্বাচন করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

৩. **দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা** ঃ যে ব্যবসায় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ ও প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সদস্যগণ অভিজ্ঞ সে ধরনের ব্যবসা নির্বাচন করতে হবে।

৪. **কম ঝুঁকি সম্পন্ন** ঃ যে ব্যবসায়ে তুলনামূলক কম ঝুঁকি বিদ্যমান, সে ব্যবসা নির্বাচন করা যুক্তি সংগত।

৫. **কম ও সহজলভ্য পুঁজি** ঃ যে ব্যবসায় তুলনামূলক কম পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে এবং পুঁজি সহজলভ্য সে ব্যবসা নির্বাচন করা যেতে পারে।

৬. **মূলধন** ঃ তুলনামূলক দ্রুত মূলধন ফেরত পাওয়া যায় এবং যে ব্যবসায়ে মূলধন ঘন ঘন কাজে লাগানো যায় সে ব্যবসা নির্বাচন করা যেতে পারে।

এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ঃ

নং	প্রযুক্তিগত পরিমন্ডল	উৎপাদন সাব-সেক্টর
১.	উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি	• সিআইজি/পিও এবং সুপার মার্কেট, রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (চুক্তিভিত্তিক খামার কার্য) উৎসাহিতকরণের জন্য পরিবহন ও প্যাকেজিং সহায়তা প্রদান। • নিয়ম নিষ্ঠা সম্পন্ন কৃষি কার্যে সহায়তা প্রদান : নেট হাউজ ও গ্রীণ হাউজের সুযোগ-সুবিধা, হাইড্রোপোনিক ও জৈব কৃষি কার্যের সুযোগ-সুবিধা, মাশরুম চাষের সুযোগ-সুবিধা, জৈব সার তৈরির সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদি। • উদ্ভাবনীমূলক অন্য কোন প্রযুক্তি।
২.	সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি	• সর্টিং, গ্রেডিং, ধৌতকরণ ও প্যাকেজিং সুযোগ-সুবিধাসহ কৃষি পণ্যাদির সংগ্রহ শালা/প্যাক হাউজ স্থাপন। • বাছাই, গ্রেডিং, গুদামজাতকরণ, প্যাকেজিং সরঞ্জাম এবং চালা নির্মাণের সুযোগ-সুবিধা। • স্বল্পকালীন গুদামজাতকরণের জন্য শীতল/ঠান্ডা কক্ষের সুযোগ-সুবিধা • প্যাকেজিং এর উপকরণ/কার্টুন/ক্রেটস্, ইত্যাদি। • ফল ও সবজি প্যাকেজিং এর জন্য পরিবর্তিত পরিবেশ (বায়ুমন্ডল) উপযোগী প্যাকেজিং সরঞ্জামাদি।

নং	প্রযুক্তিগত পরিমন্ডল	উৎপাদন সাব-সেক্টর
		• কলা পাকানোর কুঠরি (Banana ripening chambrer), সোলার ড্রায়ার, গরম পানি ট্রিটম্যান্ট প্লান্টের সুযোগ-সুবিধা, ইত্যাদির জন্য যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম। • উদ্ভাবনীমূলক অন্য কোন ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি।
৩.	এগ্রো-প্রসেসিং বা কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	• তেল ফসল, মধু, মুগ ডাল, টমেটো, কাঁঠাল, লেবু ও কলা, আম ও সুগন্ধি চাল, শুকনো ফল, মুড়ি, ভুট্টার খৈ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সরঞ্জাম। • সুগন্ধি চাল/অন্যান্য পণ্যাদি শুকানো/ প্রক্রিয়াজাতকরণের যন্ত্রপাতি। • ইলেকট্রিক জেনারেটর। • সস, চিপস্, জেলি, জ্যাম, পিকলস্ তৈরি। • মসলা গুড়াকরণ, ইত্যাদি। • উদ্ভাবনীমূলক অন্য কোন প্রযুক্তি।
৪.	বাণিজ্যিক কৃষি	• আলু, কলা, ফুলের চারা ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি। • চাল কল, তেল নিস্কাষণ যন্ত্রের মান উন্নয়ন। • প্লাষ্টিক ক্রেটস/প্যাকেজিং উপকরণ। • পরিবহনের জন্য ভ্যান/কভার্ড ভ্যান, পিক-আপ ভ্যান। • ডাগওয়েলের মাধ্যমে সেচ প্রযুক্তির বিস্তার/সোলার ইরিগেশন সিষ্টেম। • উদ্ভাবনীমূলক অন্য কোন প্রযুক্তি।

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড - ৩ (AIF – 3) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির নমুনা

(Dummy of the Sub-Project Proposal to Avail AIF-3)

প্রথম অংশ (সাধারণ তথ্যাবলী)

১.	**দরখাস্তকারীর নাম**	ঃ	মোঃ কফিল উদ্দিন, সভাপতি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিসিএমসি) প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, বনরূপা
২.	**দরখাস্তকারীর পূর্ণ ঠিকানা (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পোষ্ট কোড)**	ঃ	কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র, শিব মন্দির বাজার, গ্রামঃ সোনাকাঠি, ইউনিয়নঃ দুলালপুর, উপজেলাঃ বনরুপা, পোষ্ট কোডঃ ৭১৪, জেলাঃ খাগড়াছড়ি।
৩.	**সংস্থা কত সালে গঠিত হয়েছে**	ঃ	জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিঃ
৪.	**ট্রেড লাইসেন্স নং ও তারিখ**	ঃ	নং- ৫৩০, তারিখঃ ০৫/০২/২০১৮ (ট্রেড লাইসেন্স তারিখসহ সংযুক্ত করতে হবে)
৫.	**সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন নং ও তারিখ**	ঃ	

৬. সংস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সংস্থা কর্তৃক পূর্বে বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের বর্ণনাসহ প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্মকান্ডের সামঞ্জস্যতা উল্লেখ করতে হবে) ঃ

বনরূপা উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফল-সবজি মাঠে কিংবা স্থানীয় বাজরে বিক্রি করে ভোক্তা মূল্যের শতকরা ২০-৩০ ভাগ পায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, ওজন করা, প্যাকেজিং, পরিবহন, ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে করা হয়।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উচ্চ-মূল্যের ফল, সবজি/সুগন্ধি চাল বাজারজাতকরণ কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) উদ্যোগী হয়ে এনএটিপি-২ এর কারিগরি সহায়তায় জানুয়ারি ২০১৮ শিব মন্দির বাজারে কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি) প্রতিষ্ঠা করে। সিসিএমসি প্রতিষ্ঠায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশন যৌথভাবে সঞ্চালনের ভূমিকা পালন করছে। সিসিএমসি এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার করে উচ্চমূল্য ফসলের গুণগত মান বজায় রাখা, মূল্য সংযোজন করা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বিক্রি করে অধিক লাভবান হওয়া।

প্রাথমিকভাবে, এনএটিপি-২ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ২০টি সিআইজির অন্যান্য কৃষকদের মধ্যে সিসিএমসির উদ্দেশ্য, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করা হয়। ফলে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের এর প্রগতিশীল ও সামর্থ্যবান কৃষকগণ সিসিএমসিতে কলা ও সবজির মান রক্ষা সংযোজন কার্যক্রম এবং মূল্য যোগ করে তুলনামূলক বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে।

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সিসিএমসি পরিচালনা করছে। প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনএটিপি-২ এর সহায়তায় হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

হয়েছে। সিসিএমসিতে কম খরচে ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির মৌলিক উপকরণসমূহ এনএটিপি-২ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ সিসিএমসি-তে সবজি/ফল ও সুগন্ধি চাল সরবরাহ করে পারিবারিক ও কৃষি কাজে পুনরায় বিনিয়োগের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সরবরাহকৃত কৃষিপণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে নগদে পেতে চায়। সুতরাং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সিসিএমসির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পিও-এমএমসির ব্যাংক হিসাবে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে পিও-এমএমসি সদস্য কৃষকগণ সঞ্চয় করে ব্যাংক হিসাবে তহবিল গঠন করছে। ভবিষ্যতে সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের বিনিময়ে সেবা ফি সংগ্রহের টাকা দিয়ে সিসিএমসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে একটা বড় অংশের ব্যয়ভার মিটানো হবে। স্থানীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন পরিবহন ব্যবসায়িদের পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিবহন না থাকায় শহরের বাজারগুলোতে ভরা মৌসুমে ফল ও সবজি বাজারজাতকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে খুবই কম মূল্যে স্থানীয় ফড়িয়া বা ব্যাপারিদের কাছে ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল বিক্রি করে দিতে হয়। উচ্চমূল্যের সবজি কৃষকদের ক্ষেত থেকে সিসিএমসিতে পরিবহন এবং সিসিএমসি থেকে শহরের বাজারগুলোতে সরবরাহের জন্য পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিসিএমসি ভিত্তিক নিজস্ব পরিবহন প্রয়োজন।

সিসিএমসি-র বিপণন ও বাজার সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম সফল ও লাভজনকভাবে পরিচালনা করার জন্য দু'টি অটো ভ্যান, একটি মিনি ট্রাক, ক্রেটস্, সর্টিং ম্যাট ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

পিও-এমএমসি এর ব্যাংক হিসাবে বর্তমানে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় হয়েছে। জমা দেওয়া উপ-প্রকল্প অনুমোদন হলে পিও-এমএমসি-র নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা তৈরি হবে এবং তাহলে উচ্চ মূল্যের ফল, সবজি বাজারজাতকরণ কার্যক্রম জোরদার, লাভবান ও টেকসই করা সম্ভব হবে।

৭. ব্যাংক হিসাবের তথ্যাবলি (একাউন্ট এর নাম, একাউন্ট নম্বর, বর্তমান স্থিতি, ব্যাংকের শাখার নাম হিসাব বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে) ঃ

একাউন্ট নাম ঃ যৌথ সঞ্চয়ী হিসাব

পিও এর পক্ষে একাউন্টের স্বাক্ষরকারীগণ -

১) মোঃ কফিল উদ্দিন, সভাপতি, পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, বনরূপা
২) মোঃ আজহার আলী, সাধারণ সম্পাদক, পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, বনরূপা
৩) মোঃ নজরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, বনরূপা

একাউন্ট নম্বর	ঃ	৫৩৬৩১
বর্তমান স্থিতি	ঃ	৬৮৫,৭২৫/- (ছয় লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশত পঁচিশ টাকা)
ব্যাংকের নাম	ঃ	পূবালী ব্যাংক, বনরূপা শাখা

৮. সংস্থার মালিকানাধীণ সম্পদের তালিকা ঃ

ক)	ভ্যান (পায়ে চালিত)	-	২টি
খ)	ক্রেটস্	-	১২৫টি
গ)	ডিজিটাল ওজন মাপার স্কেল	-	১টি
ঘ)	সর্টিং ম্যাট (বাছাই করার জন্য)	-	১০টি
ঙ)	গ্রেডিং টেবিল	-	১টি
চ)	সিলিং ফ্যান	-	৩টি
ছ)	ক্যালকুলেটর	-	১টি
জ)	ক্যামেরা	-	১টি

ঝ)	প্লাষ্টিক চেয়ার	-	১০টি
ঞ)	পেনড্রাইভ	-	১টি
ট)	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	-	১টি
ঠ)	ক্যাশ টেবিল (অটোবি)	-	১টি
ড)	ওয়াশিং চেম্বার	-	১টি

৮. **যোগাযোগকারীর নাম, পদবী ও মোবাইল নং** ঃ মোঃ কফিল উদ্দিন, সভাপতি, পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, বনরূপা। মোবাইল ঃ ০১৯৩৫-২৭৭৯২১।

দ্বিতীয় অংশ ঃ কারিগরি ও আর্থিক তথ্যাবলী

৯. **প্রকল্পের শিরোনাম (সুস্পষ্ট অর্থবহ এবং স্বব্যাখ্যায়িত শিরোনাম)ঃ** প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন সদস্য কৃষকদের উৎপাদিত ফল, সবজি ও সুগন্ধি চাল বাজারজাতকরণ শক্তিশালী ও লাভজনক করা।

১০. **প্রকল্প এলাকা (কার্যক্রম যে এলাকায় বাস্তাবায়িত হবে) ঃ** বনরূপা উপজেলার, খাগড়াছড়ি জেলার তিনটি ইউনিয়নের আওতায় **১২টি** গ্রাম প্রকল্প এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গ্রামগুলোতে প্রচুর কলা ও সবজির আবাদ হয়। সংগঠিত বাজার ব্যবস্থা না থাকায় বাগানেই কলা ও সবজি কম মূল্যে বিক্রি হয়। কৃষকদের কলা, সবজি ও সুগন্ধি চাল বাজারজাতকরণ লাভজনক করার জন্য নিম্নোক্ত গ্রামগুলোতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে:

উপজেলা ঃ বনরূপা, **জেলা ঃ খাগড়াছড়ি**

ইউনিয়ন এর নাম	সিআইজি'র নাম	ব্লকের নাম
৫নং ভাইবোনছড়া	সৈয়ন্দর পাড়া সিআইজি মহিলা সমবায় সমিতি	মুনি গ্রাম
"একই"	দেওয়ান পাড়া সিআইজি পুরুষ সমবায় সমিতি	মুনি গ্রাম
"একই"	রতন জয়পাড়া সিআইজি মহিলা সমবায় সমিতি	মুনি গ্রাম
"একই"	প্রতিবন্ধ পাড়া সিআইজি পুরুষ সমবায় সমিতি	মুনিগ্রাম
৪নং পেরাছড়া	বেলতলী পাড়া সিআইজি পুরুষ সমবায় সমিতি	বাঙ্গলকটি
"একই"	সটিং পুড়িয়া সিআইজি পুরুষ সমবায় সমিতি	বাঙ্গলকটি
"একই"	পল্টনজয় পাড়া সিআইজি মহিলা সমবায় সমিতি	বাঙ্গলকটি
"একই"	খামারপাড়া সিআইজি মহিলা সমবায় সমিতি	বাঙ্গলকটি

১১. প্রকল্পের বর্ণনা (প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে এনএটিপি-২ প্রকল্পে কিরূপ প্রভাব পড়বে, প্রকল্পের কর্মকান্ড সিআইজি কর্মকান্ডের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ, সিআইজি কীভাবে প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে)ঃ

ক) **পটভূমি ও যৌক্তিকতা** ঃ

- এনএটিপি-২ প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রমের ফলে কৃষকদের মধ্যে বাজার চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং ব্যবসায়েদের সাথে যোগাযোগ বাড়ছে।
- সিআইজি কৃষকগণ বিভিন্ন রকম ফল, সবজি, সুগন্ধি চাল উৎপাদন ও বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের জন্য। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে সিআইজি কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সংঘটিত, নিয়ন্ত্রিত ও লাভজনক হবে।
- সিআইজি কৃষকগণ বাজার চাহিদা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের গুণগত মান বজায় রাখবে, ক্রেটস এ প্যাকেজিং এবং মিনি ট্রাকে পরিবহন করে মান সম্পন্ন কৃষিপণ্য বাজারে সরবরাহ করবে। পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কৃষিপণ্য বিক্রি প্রক্রিয়ায় দর কষাকষি করে সরাসরি ব্যাপারি, পাইকার, রপ্তানিকারকদের নিকট বিক্রি করে পূর্বের চেয়ে লাভবান হবেন। উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ডের ফলে

উন্নত লাভজনক বাজারজাতকরণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। বনরূপা উপজেলার সিআইজি ও নন-সিআইজি কৃষকদের কৃষিপণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাতকরণ করা সম্ভব হবে।

- উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হলে সিআইজি কৃষকদের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় কাজ করার দক্ষতা, আয় এবং কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়বে।

খ) উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

উপ-প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বাজার চাহিদা অনুসারে ফল, সবজি/সুগন্ধি চাল সরবরাহে সিআইজি কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রতি মাসে মান-সম্পন্ন ফল, সবজি/সুগন্ধি চাল সরবরাহে ইতিবাচক পদক্ষেপ বজায় রাখা।
২. বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতি বছর শতকরা ৫০ ভাগ আয় বৃদ্ধি করা।
৩. নতুন নতুন ক্রেতার সাথে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সম্পর্ক তৈরি করা, যেন তারা যারা দীর্ঘমেয়াদি ক্রেতায় রুপান্তরিত হয়।

১২. বাস্তবায়ন পদ্ধতি (প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো সুস্পষ্টভাবে উলেণ্টখ করতে হবে):

- উপ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা, লোকাল বিজনেস ফ্যাসিলিটেটর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও এক্সপার্টদের কারিগরি সহায়তা নেয়া হবে।
- উপ প্রকল্পের আওতায় অটো ভ্যান, মিনি ট্রাক, ক্রেটস্ ও সর্টিং ম্যাট ক্রয়ের জন্য পিও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে “ক্রয় কমিট ” গঠন করা হবে। ক্রয় কমিটি এআইএফ-৩ অপারেশনাল নির্দেশিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
- উপ-প্রকল্পের উপর লিফলেট বিতরণ করে সিআইজি কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া, সিআইজি কৃষকদের সাথে নিয়মিত সভা করে উপ প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড জানানো হবে।
- উপ-প্রকল্পের লিফলেট সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ি, বাজার বণিক সমিতি, নন-সিআইজি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ও ব্যাখ্যা করে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।
- সিসিএমসি/কালেকশন পয়েন্ট কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।
- সিসিএমসি তে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, পরিবহন (অটো-ভ্যান, মিনি ট্রাক), ক্রেটস্ ব্যবহারে নিয়মাচার মেনে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে যাতে মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য সরবরাহ করা যায়।
- সিসিএমসিতে অবস্থিত ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে সেবা ফি/চার্জ সংগ্রহ করে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে বিনিয়োগ ও সিসিএমসি পরিচালনা ও টেকসই করা হবে।
- ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ব্যবহার করে ও ক্রেটস্ এ বোঝাই করে ফল, সবজি সরবরাহের জন্য সিআইজি কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।
- কৃষিপণ্যের ওজন, বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পরিশোধে “স্বচ্ছ” প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। যাতে কৃষকগণ এবং পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস ও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্বাস অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- সরবরাহ চেইনের “দক্ষতা” বাড়ানোর জন্য ও “কার্যকর ব্যয়” রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবহনগুলো (অটো ভ্যান, মিনি ট্রাক) সঠিকভাবে বোঝাই করে কৃষিপণ্য পরিবহন করা হবে এবং সে অনুযায়ী পণ্য পরিবহনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- প্রতি মাসের কাজের অগ্রগতি, আয়-ব্যয়, নতুন উদ্যোগ, পরিকল্পনা, ইত্যাদি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

- সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সদস্য কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।
- উপ প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারণ ও টেকসই করার জন্য নতুন নতুন ব্যবসায়ি খুজে বের করা ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা হবে।
- উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে। প্রয়োজন অনুসারে প্রতি ৬ মাস পরপর উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে।
- উপ-প্রকল্পের সম্পাদিত কাজ মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন টীম সদস্যের সহায়তা নেয়া হবে।

১৩. প্রকল্পের মেয়াদ (প্রকল্পের কর্মকাণ্ড শুরু ও সমাপ্তি তারিখ উল্লেখ করতে হবে) :

(ক) ক্রয় কার্য সম্পাদন কালঃ উপ-প্রকল্প অনুমোদন ও ম্যাচিং গ্রান্টের টাকা পাওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৬০ দিন।

(খ) বাস্তবায়নকালঃ ০১/১১/২০২০ ইং তারিখ হতে ৩০/০৯/২০২২ ইং তারিখ পর্যন্ত।

১৪. বাজেট এবং প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুদান (নিম্নের সারণীতে বাজেটের প্রত্যেক লাইন আইটেমে উপ-প্রকল্প ব্যয়ের দফা ভিত্তিক মোট বাজেট এআইএফ-৩ (AIF-3) উৎস হতে প্রয়োজনীয় বাজেটের পরিমাণ ও উদ্যোক্তার ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে)ঃ

সারণীঃ প্রাক্কলিত বাজেট

ব্যয়ের দফা/খাত	সংখ্যা	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য/ বাজেট (টাকা)	প্রকল্পের ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০%	সংস্থার ন্যূনতম প্রদত্ত অর্থ ৫০%	মন্তব্য
পিকআপ ভ্যান	১টি	৭৫০,০০০/-	৭৫০,০০০/-	৩৭৫,০০০/-	৩৭৫,০০০/-	অর্থ মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে
অটো ভ্যান	২টি	৫০,০০০/-	১০০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	একই
ক্রেটস্	২৫০টি	৫৫০/-	১৩৭,৫০০/-	৬৮,৭৫০/-	৬৮,৭৫০/-	একই
সূচনা কর্মশালা	১টি	৭,৫০০/-	৭,৫০০/-	৩,৭৫০/-	৩,৭৫০/-	কৃষক ও ব্যবসায়িদের সচেতনতা সৃষ্টি করা
উপ-প্রকল্পের উপর লিফলেট	১০০০টি	২/-	১০,০০০/-	৫০০০/-	৫০০০/-	সচেতনতা সৃষ্টি করা
ঘূর্ণায়মান তহবিল	৭,০০০/-	১৫৭,০০০/-	১৬২,০০০/-	৭৮,৫০০/-	৭৮,৫০০/-	কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে ম্যাচিং গ্রান্টের মূল্যমান সুনির্দিষ্টভাবে মোট উপ-প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% হিসেবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গ্রান্টের এ অর্থের অনুকূলে প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশেও ন্যূনতম ৫০% হিসেবে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা সঞ্চয় থাকতে হবে। একটি উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয় দাঁড়াবে সর্বনিম্ন ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। যদি কোন উদ্যোক্তা ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার অধিক উপ-প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাব করে তবুও প্রকল্প হতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ম্যাচিং গ্রান্ট একই অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকাই থাকবে।

১৫. প্রধান প্রধান কর্মকান্ড ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনাঃ

কর্মকান্ড	দায়িত্ব	সময়কাল
৭ (সাত) সদস্যের "ক্রয় কমিটি" গঠন	পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	০৩/১১/২০২০
সূচনা কর্মশালা	পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	১২/১১/২০২০
উপ-প্রকল্পের উপর লিফলেট তৈরি ও বিতরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	০৪-১১ নভেম্বর, ২০২০
অটো-ভ্যান, মিনি ট্রাক, ক্রেটস্ ক্রয়	ক্রয় কমিটি	০৩/১১/২০ থেকে ১৮/১২/২০২০
সিসিএমসি/কালেকশন পয়েন্টে ফল, সবজি/সুগন্ধি চাল সরবরাহ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বিক্রয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	ডিসেম্বর ২০২০, সেপ্টেম্বর ২০২১
অটো-ভ্যান, মিনি-ট্রাকের জন্য ড্রাইভার নিয়োগ	ক্রয় কমিটি	ডিসেম্বর ২০২০
নিয়মাচার অনুসারে ক্রেটস্ ব্যবহার নিশ্চিত করা	পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	ডিসেম্বর ২০২০ থেকে অব্যাহত থাকবে
নিয়মাচার অনুসারে অটো-ভ্যান ব্যবহার করা	পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	ডিসেম্বর ২০২০ থেকে অব্যাহত থাকবে
মাসিক সভায় উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	জানুয়ারি, ২০২১ থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হবে
মনিটরিং ও মূল্যায়ন টিমদ্বয়কে সহায়তা করা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি	২০২১ থেকে মাঝে মাঝে প্রয়োজনানুযায়ী

১৬. ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পদক্ষেপ (সম্ভাব্য ঝুঁকি অথবা বাস্তবায়ন সময়কালে হুমকি যা উৎপাদনকে নষ্ট বা ধ্বংস করতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে; ঝুঁকি মোকাবেলায় যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে)ঃ

সম্ভাব্য ঝুঁকি	ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়
পিও সদস্য কৃষকদের এবং বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে উপ-প্রকল্পের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে।	- উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে। - কৃষিপণ্যের ওজন, পণ্যের দাম ও বিক্রি,পণ্যের দাম প্রদান, উপ-প্রকল্প থেকে আয় প্রদান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে "স্বচ্ছতা" বজায় থাকবে।
কৃষিপণ্যের বাজার দর।	বাজার তথ্য যেমন কৃষিপণ্যের দাম, চাহিদা, সরবরাহ, ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে কি পরিমাণ কৃষিপণ্য ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে বাজারে সরবরাহ করা হবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
সব সময় একই বাজারে বা একই ব্যবসায়ির নিকট কৃষিপণ্য বিক্রিতে আশানুযায়ী বর্ধিত দাম না পাওয়া যেতে পারে।	বিকল্প বাজার খুজে বের করার কৌশল অবলম্বন করা হবে।

১৭. প্রকল্পের কর্মকান্ড দ্বারা সিআইজি এবং পার্শ্ববর্তী কৃষকেরা কিভাবে লাভবান হবে তার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, কৃষাণীদের লাভবান হবার কোন সুযোগ আছে কিনা বর্ণনা করতে হবে ঃ

- সিআইজি কৃষক উপ-প্রকল্প কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী হওয়ায় বাজার চাহিদা ও ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

- বাজার চাহিদা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, ক্রেটস ব্যবহার করে ফল ও সবজির গুণগত মান রক্ষা করে অধিক দামে বিক্রি করে লাভবান হবে।
- পিও-এমএমসি ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয়ে অংশগ্রহণ করলে উপ-প্রকল্প সম্পদের মালিকানা পাবে। সিআইজি কৃষকগণ কৃষিপণ্য বিপণন কর্মকাণ্ডের নেট লাভের লভ্যাংশ পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে।
- সিসিএমসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী কৃষকদের সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার এবং বাজার তথ্য প্রদান করে তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য লাভজনকভাবে বাজারজাত করার সুযোগ রয়েছে।
- উপ প্রকল্পের আওতায় মোট সিআইজি কৃষকের শতকরা ৩৫ ভাগ মহিলা কৃষক। মহিলা কৃষকগণ পুরুষ কৃষকের মত উপ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা যেমন পরিবহন ও ক্রেটস ব্যবহারে সমান সুযোগ পাবেন।
- বেকার ও যুব মহিলাদের উচ্চমূল্যের ফল ও সবজি বাগান স্থাপন এবং ফসল সংগ্রহোত্তর ও পরিচর্যা কাজে দক্ষতা অর্জন করে কৃষিপণ্য বিপণন করে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

১৮. পরিবেশগত বিষয়াদি (প্রকল্প কর্মকান্ডের দ্বারা পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে) ঃ

- কৃষিপণ্যের ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা এবং বিপণন কাজ গুলো পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ক্ষতিকর জীবাণু মুক্ত পরিবেশে করার জন্য সিআইজি ও নন-সিআইজি কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।
- ফল, সবজির বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র না ফেলে কম্পোষ্ট তৈরির গর্তে নিয়মিত রাখার ব্যবস্থা করা হবে।
- নিরাপদ সবজি, ফল উৎপাদনে কৃষকদের অনুমোদিত মাত্রায় রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও জৈব বালাইনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দেয়া হবে।
- এছাড়া, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM, ICM) ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হবে।

১৯. উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুযোগ সৃষ্টিতে এই প্রকল্পের ভূমিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

- বাজার তথ্য (কৃষিপণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য, সরবরাহ, ক্রেতার চাহিদা) সংগ্রহ, কৃষকদের নিয়মিত তথ্য জানা এবং ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। বাজার তথ্য অনুসারে ফল ও সবজি সংগ্রহ ও সরবরাহের পরামর্শ দেয়া হবে।
- সম্ভাবনাময় ব্যবসায়ি খুঁজে বের করে কৃষিপণ্য বিপণন কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- উপ-প্রকল্পের ঘূর্ণায়মান তহবিল দিয়ে সিসিএমসিতে সরবরাহকারী কৃষকদের ফল, সবজির দামে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হবে।
- বিকল্প বাজার খুঁজে বের করে তুলনামূলক সুবিধাজনক বাজারে কৃষিপণ্য বিপণন করা হবে।
- কৃষিপণ্যের উপর ক্রেতার প্রতিক্রিয়া কৃষকদের সর্বদাই জানানো হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।
- সিসিএমসি থেকে নিরাপদ ও গুণগত মান সম্পন্ন কৃষিপণ্য সরবরাহের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রেতার আস্থা তৈরি হবে।

২০. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থার সক্ষমতার বর্ণনা (পূর্ব অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা, ব্যবহার বিধি প্রণয়ন, অর্জিত সম্পদ, অফিস ইত্যাদি) ঃ

- পিও-এমএমসি সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক ফল, সবজি/সুগন্ধি চাল বাজারজাতকরণ কাজে জড়িত। নিজের উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং প্রতিবেশী কৃষকের পণ্য ক্রয় করে স্থানীয় এবং শহরের বাজারে বিক্রি করে থাকে।
- পিও-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমএমসি) কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

- পিও-এমএমসি সদস্যগণ এবং সিআইজি কৃষকগণ ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, কৃষিপণ্যের বিপণন সংক্রান্তবিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের গুণগত মান রক্ষা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সরাসরি ব্যবসায়িদের নিকট বিক্রি করার সক্ষমতা রয়েছে।
- পিও-এমএমসি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় হয়েছে এবং নিয়মিত সঞ্চয় কার্যক্রম চলছে।
- সিসিএমসিতে বিদ্যমান ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সমূহ (সর্টিং, ম্যাট, ভ্যান, ক্রেটস) ব্যবহারের নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সিসিএমসি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পিও-এমএমসি উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং লোকাল বিজনেস ফ্যাসিলিটেটরদ্বয়ের সাথে কাজের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের আর্থিক ক্ষমতা উন্নয়নে সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচির পাশ বই প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১. মেয়াদ শেষে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনাঃ

- উপ প্রকল্পের সহায়তায় কৃষিপণ্যের লাভজনক বিপণন চলমান রাখার জন্য পিও-এমএমসি প্রাতিষ্ঠানিক কাজসমূহ যেমন মাসিক সভা করা, কৃষি ব্যবসায়িদের সাথে সমন্বয় করা, সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিকল্পনা হালনাগাদ করা, কালেকশন পয়েন্ট/সিসিএমসি পরিচালনা, ফসল সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, ক্রেটসের ব্যবহার চলমান রাখা ও জোরদার করা হবে।
- কৃষক এবং ব্যবসায়িদের মধ্যে বিপণন কাজের সম্পর্ক আরো জোরদার করা হবে।
- সেবা প্রদানকারী সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীণ প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সাথে উন্নত মানের উপকরণ সেবা প্রাপ্তির জন্য সম্পর্ক অব্যাহত ও জোড়দার করা হবে।

২২. সংস্থার অভিব্যক্তি/স্বীকারোক্তি (প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে সংস্থার যে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখসহ কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে) ঃ

স্বাক্ষর নামঃ রতন লাল সিং জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরঃ সাধারণ সম্পাদক ঃ এমএমসি-পিও সংস্থার নাম ঃ প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, শিবমন্দির বাজার তারিখঃ ০৪/১০/২০২০	স্বাক্ষর নামঃ মোঃ কফিল উদ্দিন জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরঃ সভাপতি: এমএমসি-পিও সংস্থার নাম ঃ প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন, শিবমন্দির বাজার তারিখঃ ০৪/১০/২০২০

বিঃ দ্রঃ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

সমবায় সমিতি নিবন্ধন সনদ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

সমবায় সমিতির নিবন্ধন সনদপত্র

নিবন্ধন নং ০ ১ ০ তারিখঃ ৩ ০ ০ ৯ ২ ০ ২ ০

সমিতির নাম ও ঠিকানা : খয়ের পুকুর হাট পিও-এমএমসি (কৃষি) সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ খয়ের পুকুর হাট ডাকঃ খয়ের পুকুর হাট, উপজেলাঃ পার্বতীপুর, জেলাঃ দিনাজপুর।

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১৩)-এর বিধান অনুযায়ী উপরে বর্ণিত শিরোনামের সমবায় সমিতি ও উহার উপ-আইন সমূহ যথারীতি আমার কার্যালয়ে নিবন্ধিত হইয়াছে।

সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা হইবে : সমগ্র ৪নং পলাশবাড়ী ও ১০নং হরিরামপুর ইউনিয়ন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অদ্য ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের ত্রিশ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সীল প্রদত্ত হইল।

(মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।

সমবায় সমিতি নিবন্ধন সনদপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
মিঠাপুকুর,রংপুর।

সমবায় সমিতি নিবন্ধন সনদ পত্র

নিবন্ধন নং- ২ ১ তারিখঃ ১০ ১২ ২০২০

সমিতির নাম ও ঠিকানা : বলদিপুকুর বাজার পি.ও.এম.এম.সি (কৃষি) সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম/বলদিপুকুর বাজার,ডাকঘর-বলদিপুকুর,উপজেলা-মিঠাপুকুর,জেলা-রংপুর।এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, সমবায় আইন/২০০১(সংশোধিত ২০০২,২০১৩) এর বিধান অনুযায়ী উপরে বর্ণিত শিরোনামে সমবায় সমিতি ও উহার উপ-আইন সমূহ যথারীতি আমার কার্যালয়ে নিবন্ধিত হইয়াছে।

অদ্য ২০২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মাসের ১০ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও সীল প্রদত্ত হইল।

উপজেলা সমবায় অফিসার
মিঠাপুকুর,রংপুর।